জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৪০ • ১১ জুলাই, ২০২৬ • ২৬ আষাঢ় ১৪৩৩ • শনিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 40 • JAGO BANGLA • SATURDAY • 11 JULY, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

সুপ্রিম শুনানি

রামমন্দিরে তিন হাজার কোটি টাকার চুরিতে মুখ পুড়েছে যোগী সরকারের। চুরির মামলা গেল সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে শুনানি ১৩ জুলাই

বেহাল উত্তরবঙ্গ

ভারী বৃষ্টিতে পাহাড়ে বিপর্যস্ত জনজীবন। বিপদসীমার উপর বইছে পাহাড়ি নদীগুলো। একাধিক রাস্তায় ধস। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উপরের পাঁচটি জেলায় সতর্কতা। আগামী দুই থেকে তিনদিন রাজ্যের সর্বত্র হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি

চিংড়িঘাটা উড়ালপুল বন্ধ ১০-১৩ জুলাই সকাল পর্যন্ত

শিক্ষক নিয়োগে জালিয়াতি বিহারে, ছাঁটাই ৩ হাজার জন

অন্নপূর্ণা কাড়তে আরও শর্ত আরোপ রাজ্যের

বিজেপির মহা জুমলা

প্রতিবেদন : বিজেপির অন্নপূর্ণা যোজনা যে আসলে রাজনৈতিক ‘জুমলা’ প্রমাণ হয়ে গেল স্পষ্ট ভাবে। একগুচ্ছ শর্ত আরোপ করে সেকথা স্পষ্ট করে দিল বিজেপির সরকার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ডাবল ভাতা পাওয়ার আশায় যাঁরা ডাবল ইঞ্জিন সরকারকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছিলেন তাঁদের পায়ের তলা থেকেই মাটি কেড়ে নিয়ে জাত চিনিয়ে দিল বিজেপি।

এক যুগ আগে প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। পরে সেই প্রতিশ্রুতিকেই ‘জুমলা’ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন দলেরই শীর্ষ নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাল্টা হিসেবে বিজেপি ঘোষণা করেছিল ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’। প্রতিশ্রুতি ছিল, যোগ্য প্রত্যেক মহিলাকে মাসে ৩ হাজার টাকা দেওয়া হবে। নির্বাচনী প্রচারে এই ঘোষণাই ছিল বিজেপির অন্যতম বড় হাতিয়ার। কিন্তু সরকার গঠনের দু’মাসের মধ্যেই প্রকাশিত নতুন নির্দেশিকা সেই প্রতিশ্রুতিকে জুমলা প্রমাণ করে দিল। কারণ, এখন আবেদনকারীর পরিবারের কোনও সদস্য সরকারি বা সরকারি পোষিত সংস্থার কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, পেনশনভোগী বা আয়করদাতা হলে আবেদন বাতিল হবে। পরিবারের সদস্য জনপ্রতিনিধি বা সরকারি ভাতা বা পেনশন পেলেও মিলবে না সুবিধা। চার চাকার গাড়ি থাকলেও বাদ পড়বেন আবেদনকারী। এমনকী পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আধার, ভোটার পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল নম্বর-সহ বিস্তৃত তথ্য জমা দিয়ে ডিজিটাল যাচাইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। ভুল তথ্য প্রমাণিত হলে আবেদন বাতিলের পাশাপাশি আইনি ব্যবস্থারও সতর্কতা রয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচনের আগে ‘সব যোগ্য মহিলা’কে (এরপর ৬ পাতায়)

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পেয়ে বিক্ষোভে মহিলারা।

আয়ুষ্মান প্রায় অচল নয়া মোড়কে স্বাস্থ্যসাথীই

প্রতিবেদন : নির্বাচনের আগে গালভরা প্রতিশ্রুতি ছিল— আমাদের ভোট দিন, রাজ্যের প্রত্যেককে আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় আনা হবে। কিন্তু ভোট মিটতেই, ক্ষমতা হাতে আসতেই চেনা ছকেই ডিগবাজি বিজেপির। এখন জানা যাচ্ছে, কেন্দ্র সরকারের নিয়মের গেরোয় রাজ্যের এক বিশাল অংশের মানুষ আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধাই পাবেন না। আর এই চরম অস্বস্তি ঢাকতে, ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পেরই কার্যত নাম বদলে ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা’

হিসেবে রাজ্যের মানুষের সামনে পরিবেশন করতে চাইছে বর্তমান সরকার!

রাজ্যজুড়ে এখন জোরকদমে চলছে আয়ুষ্মান ভারতের ফর্ম ফিলাপ। কিন্তু সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত সুকৌশলে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল যে, এই প্রকল্পের সুবিধা সবাই পান না। এর প্রধান শর্তই হল— আবেদনকারীকে আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত শুমারি অনুযায়ী দরিদ্র, গ্রামীণ সুবিধাভোগী অথবা নির্দিষ্ট কিছু শহুরে অসংগঠিত শ্রমিকের তালিকাভুক্ত হতে হবে।

অর্থাৎ, ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, শর্তের জাঁতাকলে পড়ে রাজ্যের মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশই এই সুবিধা থেকে ছিটকে যাবেন। ভোটের বৈতরণী পার হতে কি তবে স্রেফ ভাঁওতাবাজির আশ্রয় নিয়েছিল বর্তমান শাসকদল? সাধারণ মানুষকে কি ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল? (এরপর ৬ পাতায়)

রাজ্যে দু’মাসে ২৮-এর বেশি নারী নির্যাতন

প্রতিবেদন : বেহালা থেকে বারুইপুর কিংবা লেকটাউন, মাত্র ২ মাসের বিজেপি শাসনেই রাজ্যে একডজন নারী নির্যাতনের ঘটনা! কিন্তু ধর্ষণ কিংবা মহিলাদের উপর মারধরের মতো এমন অনেক ঘটনাই আছে, যা প্রকাশ্যে আসেনি। স্বাভাবিকভাবে গ্রামেগঞ্জে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে, পুলিশে অভিযোগ দায়ের না হলে যা সামনে আসে না। তবে বিজেপি সরকারের ২ মাস পূরণের সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক নারী নির্যাতনের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। দেখা যাচ্ছে, রাজ্য জুড়ে ২ মাসেরও কম সময়ে মহিলা-হেনস্থার অভিযোগের সংখ্যা প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। নতুন সরকারের মধুচন্দ্রিমা পর্বে মহিলাদের উপর নির্যাতনের এমন অনেক ঘটনাই আছে, (এরপর ৬ পাতায়)

বারুইপুর-কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর কথোপকথন প্রকাশ্যে

বিজেপিকে বাঁচাতেই পরিকল্পিত চিত্রনাট্য তৈরি করছে প্রশাসন

প্রতিবেদন : বারুইপুরে নাবালিকার ধর্ষণ-খুনের নেপথ্যে রয়েছে গভীর ষড়যন্ত্র। পরিকল্পিত চিত্রনাট্য তৈরি করেই এই নৃশংস-কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। আর সেখানে সামনে এসেছে বিজেপি-যোগ। সম্প্রতি অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যু নিয়েই অসংখ্য প্রশ্ন উঠেছে। খোদ নির্যাতিতার পরিবারই পুলিশের এই অতিসক্রিয়তায় ‘আসল’ অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে। তাদের স্পষ্ট প্রশ্ন, যে বিজেপি নেতা অভিযুক্তদের পুলিশের থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল, তাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না কেন? নির্দিষ্ট কোনও নাম বলে ফেলেছিল বলেই কি প্রভাস মণ্ডলকে সাজানো চিত্রনাট্যে গুলি করে মারা হল? আবার বারুইপুরে হিংসা ছড়ানোর একাধিক মামলা দায়ের করে স্থানীয় বাসিন্দাদের গ্রেফতারি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্বয়ং নির্যাতিতা নাবালিকার মা ও কাকিমা। এবার প্রকাশ্যে এসেছে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় এক বিজেপি নেতার ফোনালাপ। সেই কথোপকথনে মিলেছে বড় ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত! তাহলে কি বিজেপি নেতা শান্তনু মণ্ডল ও বাকি অভিযুক্তদের আড়াল করতেই পুলিশের এই অতি-সক্রিয়তা?

বারুইপুরে পুলিশের গুলিতে ‘অন্যতম’ অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যুতে রয়েছে বড় রাজনৈতিক মাথা! স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে এক বিজেপি নেতার তরফে উপরমহলের নির্দেশ দেওয়া-নেওয়ার ফোনালাপ প্রকাশ্যে এসেছে! সেখানে ‘মূল’ অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার-সহ বাকি দু’জনকে আড়াল (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

চন্দ্রবিন্দু

শ্বেতশুভ্র সোনালি পালক
পরিহিত মেঘকন্যা
শিশিরের অজস্র বিন্দু
মেঘ-রোদ্দুরের লুকোচুরি
গগনে গগনে কন্যা
সিন্ধুতে ভাসে ইন্দু।।

তুমি ভাসমান, ভ্রাম্যমাণ
দিশারি চন্দ্রকন্যা
আকাশের চন্দ্রবিন্দু
তোমার স্পর্শে আলোকিত
তুমি মহানকন্যা
তুমি অলোকিত সিন্ধু।।

মৃত্যু পরোয়ানা সত্ত্বেও দেশে ফিরবেন হাসিনা

গ্রেফতার হতে পারেন, হতে পারে প্রাণদণ্ডও। তবু ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বছর দুয়েক আগে গণ-অভ্যুত্থানের জেরে বাংলাদেশে ছাড়েন। ইতিমধ্যে নয়া সরকার বাংলাদেশে। তবে, বাংলাদেশের ট্রাইবুনাল হাসিনাকে যে সাজা দিয়েছিল, তার পরিবর্তন হয়নি। তাঁর দল আওয়ামি লিগও নিষিদ্ধ। তারা নির্বাচনে যোগ দিতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে হাসিনার এই ঘোষণা। (বিস্তারিত ভিতরে)

নানা রকম

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 July, 2026 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৮৫
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৯২০-১৯৮৫)

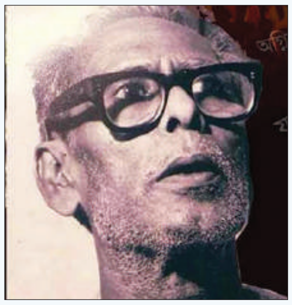

এদিন মারা যান। কবি। তাঁর কবিতায় ভাষিত হয়েছে সমগ্র দুনিয়ার প্রতারিত মানুষের বেদনা, মানবতা-বিরোধী ঘটনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ তীব্র-প্রতিবাদ। অন্যদিকে রোম্যান্টিকের মতো সমাজজীবনের সুন্দর স্বপ্নকে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বজায় রেখেছেন।

২০০৩
ভীষ্ম সাহানি

(১৯১৫-২০০৩) এদিন প্রয়াত হন। 'তমস'-এর স্রষ্টা। অভিনেতা-নির্দেশক হিসেবেও সুপরিচিত ভীষ্ম ছিলেন বলরাজ সাহানির অনুজ।

২০০৬
মুম্বইয়ের ট্রেনে সাতটি বিস্ফোরণ।
নিহত ২০৯ জন। আহত ৭০০-র বেশি। বিস্ফোরণের জন্য সন্ত্রাসবাদীরা প্রেসার কুকার বোমা ব্যবহার করে।

১৮০৪
ডুয়েল লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন
দুই মার্কিন রাজনীতিক, সে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট আরন বার ও প্রাক্তন রাজস্ব সচিব আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন। এই দ্বৈত যুদ্ধে হ্যামিল্টন নিহত হন।

১৮২৩
ভারতে তৈরি প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ
'ডায়না' আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে।

১২৭৪
রবার্ট ব্রুস
(১২৭৪-১৩২৯)
এদিন জন্ম নেন। স্কটল্যান্ডের রাজা। স্কটল্যান্ডকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করেন।

১৯৭৯
আমেরিকার প্রথম স্পেস স্টেশন
স্কাই ল্যাব ভেঙে পড়ল ভারত মহাসাগর ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বুকে। এই ঘটনার ছায়ায় ২০২১-এ তৈরি হয়েছে তামিল ছবি স্কাইল্যাব, যেখানে তেলেঙ্গানার একটি গ্রামে স্পেস স্টেশন ভেঙে পড়ার কাহিনি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।

১৯২১ আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে
দশম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফট। এর আগে তিনি সেদেশের ২৭তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এখনও পর্যন্ত তিনিই একমাত্র ব্যক্তি আমেরিকায় যিনি দুটি শীর্ষ পদের দায়িত্ব সামলেছেন।

বানভাসি তিলোত্তমা

■ শুক্রবার ব্যস্ত দিনে ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ল শহরের একাধিক এলাকা। আর এই জমা-জলের জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৬০

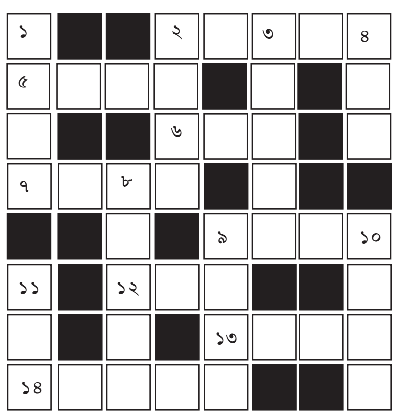

পাশাপাশি : ২. অসম্পূর্ণ কথা ৫. সংস্কার, উন্নয়ন ৬. হিন্দুজাতিবিশেষ ৭. শত্রু নেই এমন ৯. যুদ্ধক্ষেত্র ১২. ব্যক্ত, স্পষ্ট ১৩. কচুরি ১৪. যার সঙ্গে লেনদেন চলছে তার হিসাব।

উপর-নিচ : ১. বেমানান, অন্যরকম ২. অত্যধিক অহংকার ৩. ভবিষ্যতে যা করা হবে ৪. নীতিজ্ঞ, নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ৮. নীচমনা ৯. রক্ষণশীল মনোভাব ১০. ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ১১. স্পর্শ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৫৯ : পাশাপাশি : ১. অজর ৩. উপবৃক্ষ ৫. বর্ণজ্ঞানহীন ৭. পতিতা ৮. লংকা ১০. আলোকবিজ্ঞান ১২. ধীরস্থির ১৩. শকট। **উপর-নিচ :** ১. অন্যরূপ ২. রঙ্গাবতারক ৩. উপজ্ঞা ৪. ক্ষণন ৬. নকলনবিশ ৯. কাটকুট ১০. আত্মধী ১১. বিজ্বর।

১০ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৪১৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২২২৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২২২৪৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৬১	৯৩.৩৬
ইউরো	১০৯.১৬	১০৬.৬৩
পাউন্ড	১২৮.১৭	১২৫.২৫

নজরকাড়া ইনস্টা

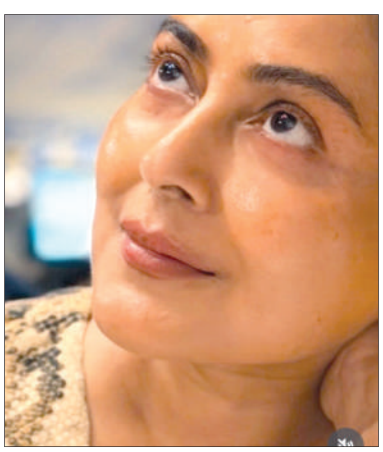
■ গার্গী রায়চৌধুরী

■ ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

এক ব্যক্তির আত্মহত্যার চেষ্টাকে ঘিরে হুলস্থুল টিকিয়াপাড়ায়। চারতলা বাড়ির কার্নিস থেকে ঝাঁপ মারতে উদ্যত হন তিনি। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়

ধর্মতলায় একুশের দাবি এবার হাইকোর্টে তৃণমূল

প্রতিবেদন: একুশে জুলাই ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে শহিদ দিবস পালন করতে মরিয়া কালীঘাট তৃণমূল। পুলিশের সাড়া না পেয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল তারা। দলের তরফে সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মর্মে মামলা দায়ের করেছেন। আগামী ১৩ জুলাই, সোমবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রথা মেনে ধর্মতলায় সভার অনুমতি চেয়ে আগেই পুলিশের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও লালবাজারের তরফ থেকে কোনও সবুজ সংকেত বা সদুত্তর মেলেনি। অগত্যা সভা করতে আদালতের দরজায় কড়া নাড়ল তারা। ধর্মতলায় ২১ জুলাই পালন করা নিয়ে হাইকোর্টে আরও একটি সমান্তরাল মামলা চলছে। ২০১৮ সালে কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট রায় দিয়েছিল যে, শহরের কোনও প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ করা যাবে না। অভিযোগ উঠেছে, ২০২৫ সালের ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে সেই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছিল। সেই কারণে তৎকালীন ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারের প্রধানদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছে।

ইডির মামলা
আদালতে তৃণমূল

প্রতিবেদন : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দায়ের করা মামলাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্প্রতি ইডিও তৃণমূলের কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শুক্রবার হাইকোর্টের দৃষ্টিআকর্ষণ করেন তৃণমূলের আইনজীবী কিশোর দত্ত। এদিন বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে তিনি জানান, রাজ্য পুলিশের ফ্রিজ করা ৩টি অ্যাকাউন্ট নিয়ে একটি রক্ষাকবচ দিয়েছে হাইকোর্টের অপর একটি বেঞ্চ। এছাড়া ইডিও কয়েকটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। ইডির সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই মামলা।

বেতন কমিশনের সদস্যদের বৈঠক

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় সরকারের অষ্টম বেতন কমিশনের সদস্যরা দু'দিনের সফরে এসেছিলেন কলকাতায়। বিভিন্ন কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের মতামত নেওয়া হয় সেই বৈঠকে। সফরের শেষদিনে শুক্রবার কলকাতার নিউ টাউনে অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসারদের সংগঠন সুপার অ্যানুয়েটেড আইপিএস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিপসোয়া)-এর প্রতিনিধিরাও কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে কমিশনের কাছে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তুলে ধরা হয়।

বন্ধ উড়ালপুল

প্রতিবেদন : মেট্রোর কাজের জন্য বন্ধ হল চিংড়িঘাটা উড়ালপুল। অরেঞ্জ লাইনের মেট্রোয় সম্প্রসারণের জন্য শুক্রবার রাত ৮টা থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হল চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভারের যান চলাচল। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, চিংড়িঘাটা মেট্রোর কমলা লাইনে সেগমেন্ট লঞ্চের কাজ আছে। তার জন্য শুক্রবার রাত ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে উড়ালপুলের যান চলাচল। বিকল্প রাস্তা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে ট্রাফিক পুলিশ।

ট্রেলারের ধাক্কায় পিষ্ট যুবক

সংবাদদাতা, হাওড়া: নজরদারি নেই ট্রাফিক পুলিশের। রাতের শহরে ফের বেপরোয়া গতির বলি। হাওড়া-আমতা রোডের বাঁকড়া কবরপাড়া এলাকায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক টোটো চালকের। মৃতের নাম শেখ আমির (২৬)। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ একটি দ্রুত গতির ট্রেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ওই টোটো চালককে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। মাঝ রাস্তায় ট্রেলারটি ফেলে রেখে চম্পট দেয় চালক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। হাওড়া-আমতা রোডে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে। ঘাতক ট্রেলারটিকে আটক করা হয়েছে। পলাতক চালকের খোঁজ চলছে।

উদ্ধার মৎস্যজীবী

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জন্য আবহাওয়ার পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। এর জেরে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমুদ্রে গিয়ে বিপদে পড়েছিলেন দুই মৎস্যজীবী। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই সুন্দরবনের রায়দিঘি রেঞ্জের বনি ক্যাম্প সংলগ্ন লক্ষ্মীর খালে ইঞ্জিন বিকল হয়ে আটকে পড়েন দুই মৎস্যজীবী। গ্রামবাসীরা প্রথমে তাঁদের উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা দুই মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে বনি ক্যাম্পে নিয়ে আসেন। উদ্ধার হওয়া দুই মৎস্যজীবীর নাম সঞ্জয় হালদার ও তাপস কয়াল। তাঁদের বাড়ি বৈকুণ্ঠপুর এলাকায়। শুক্রবার সকালে গ্রামবাসীরা তাঁদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

ছাত্রকে বিষ খাইয়ে খুনের অভিযোগ

সংবাদাতা, দেগঙ্গা: ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রকে জোর করে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে। পরিবারের এহেন অভিযোগে চাঞ্চল্য দেগঙ্গায়।

স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রের মৃত্যুতে রহস্য দানা বেঁধেছে। ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ক্ষতিয়ে দেখছে রাস্তার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রকে কারা এইভাবে বিষ খাইয়ে নৃশংস ভাবে খুন করল তা জানতে চাইছে পরিবার ও স্থানীয় মানুষেরা। দোষীদের শাস্তির দাবি স্বজনদের।

পরিবার ও স্থানীয়দের অভিযোগ, গত ২৯ জুন দেগঙ্গার সুবর্ণপুর হাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র নাফিস আলি (১২)। পথে টাওয়ারের কাছে নির্জন জায়গায় মুখে মাস্ক পরা কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তরল ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে কিছু মিশিয়ে জোর করে তাকে খাইয়ে দেয়। পরিবারের দাবি, পুলিশের কাছে দেওয়া শেষ বয়ানে এমনটাই জানিয়েছিল ওই মৃত ছাত্র। পরিবার আরও জানান, ঘটনার দিন বাড়ি এসে অসুস্থ হওয়াতে তাকে প্রথমে স্থানীয় দুই ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করানো হয়। তাতে ফল না পাওয়াতে বারাসত সরকারি মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়াতে কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। দিনের আলোতে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে এমন ঘটনা ঘটায় এলাকায় অন্যান্য অভিভাবকদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঘটনার সত্যতা জানতে পুলিশ প্রশাসনও তদন্ত শুরু করেছে জোরকদমে। তবে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

লোক নেই, প্রার্থী করতে হচ্ছে তৃণমূলকে ভাঙিয়ে
দৈন্যদশা বিজেপির

প্রতিবেদন : 'এক টানেতে যেমন-তেমন দু-টানেতে রুগি, তিন টানেতে ঘুরে-ঘুরে আমরা দলত্যাগী'! বেহায়া নির্লজ্জ দু'কান-কাটা দলবদলু তৎকাল বিজেপির তিন রাজ্যসভার প্রার্থী সম্পর্কে এই তীব্র কটাক্ষ তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তৃণমূলের খেয়ে-পরে এত বছর রাজ্যসভার সাংসদ থেকে এখন ভাল তৃণমূল হয়ে বিজেপির দয়ায় ফের রাজ্যসভায়! আর এখন তৃণমূল খারাপ! এই প্রশ্ন তুলে কুণালের তোপ— সবই তো তৃণমূল থেকে ভাঙাতে হচ্ছে! এরা প্রথম দলের প্রতীকে জিতে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে কথা বলে তৃতীয় দলে যাচ্ছে! রাজ্যসভায় এই মডেল হলে, লোকসভা-বিধানসভায় হবে না কেন! কারণ, সেখানে আর দ্বিতীয়বার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জিতে আসতে হবে না। রাজনৈতিক কেরিয়ার খতম। মুখ্যমন্ত্রী-সাংসদ-নেতা-নেত্রী সবই তৃণমূলের দলবদলু। তা হলে বিজেপির নিজস্ব কী আছে? তার মানে ওদের ভাল কাজের লোক নেই! বিজেপি তো এখন তৃণমূলের আলুমনি অ্যাসোসিয়েশনে পরিণত হয়েছে। আর বিজেপির আদি নেতা-কর্মীদের দুর্ভাগ্য এতদিন যাঁদের সমালোচনা করেছেন-গালাগাল দিয়েছেন-ডিম ছুঁড়েছেন এখন তাঁদেরকেই নেতা বলে মেনে তাঁদের নামে জয়ধ্বনি দিতে হবে। বঙ্গ-বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে কুণাল বলেন, কত বড় বড় কথা! দরজা খুলবে না। আর এখন খুলেছি দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়। এইসব বেইমানদের থেকে সাবধান, এখন তৃণমূল খারাপ বলে বিজেপিতে গেছে। আবার কোনদিন বিজেপি খারাপ বলে অন্য কোথাও চলে যাবে তার ঠিক নেই! বিজেপি কর্মীদের প্রতি সতর্কবাণী তাঁর। বিজেপির কী দৈন্যদশা যে তৃণমূল-সিপিএম সব দল থেকে লোক নিতে হচ্ছে!

সাংবাদিক বৈঠকে বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

লেকটাউনে শিশুকন্যাকে নির্যাতনে ধৃত আপন মামা

প্রতিবেদন : বারুইপুরে ১১ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ-খুনের জেরে এখনও উত্তপ্ত গোটা বাংলা। ঘটনার পুনর্নির্মাণে পুলিশের গুলিতে এক অভিযুক্তের মৃত্যুতে রয়েছে হাজারও ধোঁয়াশা। তার মধ্যেই এবার সামনে এল আরও এক ন্যক্কারজনক যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। একেবারে খাস কলকাতার লেক টাউনে, মাত্র ৬ বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তাঁর আপন মামার বিরুদ্ধে। অসুস্থ অবস্থায় ওই শিশুকে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করলে, সেখানেই চিকিৎসকদের চোখে পড়ে যৌন নির্যাতনের লক্ষণ। খবর পেয়ে জিরো এফআইআর দায়ের করে লেকটাউন থানায় স্থানান্তরিত করে টালা থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পরই শিশুকন্যার অভিযুক্ত মামাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের দক্ষিণদাঁড়ি এলাকার বাসিন্দা ওই শিশুকন্যা বৃহস্পতিবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যরা তাকে চিকিৎসার জন্য আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই স্বাস্থ্যপরীক্ষার সময় যৌন নির্যাতনের চিহ্ন ধরা পড়ে। চিকিৎসকদের তরফে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে টালা থানার পুলিশ একটি জিরো এফআইআর দায়ের করে, যাতে যুক্ত হয় পকসো ধারা। সেখান থেকে নথিপত্র পাঠানো হয় লেকটাউন থানায় পাঠানো হয়। শিশুটি বর্তমানে আরজি কর হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হাসপাতালের রিপোর্ট হাতে এলে তদন্ত আরও এগোবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

11 July, 2026 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জুমলা

বিজেপির মহা জুমলা। ভোটের আগে এক প্রতিশ্রুতি। ভোট মিটে যাওয়ার পর পুরো ডিগবাজি। যেমন অন্নপূর্ণা যোজনা। ভোটের আগে বলা হয়েছিল যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান তাঁরাই অন্নপূর্ণা যোজনা পাবেন এবং ৩ হাজার টাকা করে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন আড়াই কোটি মহিলা। প্রথমেই তার থেকে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার যাঁরা পাবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁদের জন্য আরও নতুন করে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেন? নতুন শর্ত কী? এখন আবেদনকারীর পরিবারের কোনও সদস্য সরকারি বা সরকারি পোষিত সংস্থার কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, পেনশনভোগী বা আয়করদাতা হলে আবেদন বাতিল হবে। পরিবারের সদস্য জনপ্রতিনিধি বা সরকারি ভাতা বা পেনশন পেলেও মিলবে না সুবিধা। চার চাকার গাড়ি থাকলেও বাদ পড়বেন আবেদনকারী। এমনকী পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের আধার, ভোটার পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল নম্বর-সহ বিস্তৃত তথ্য জমা দিয়ে ডিজিটাল যাচাইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। ভুল তথ্য প্রমাণিত হলে আবেদন বাতিলের পাশাপাশি আইনি ব্যবস্থারও সতর্কতাও রয়েছে। এই শর্তের ফলে প্রাপকের সংখ্যা কমতে কমতে অর্ধেক হয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছ থাকবে না। পাশাপাশি আর এক জুমলা আয়ুষ্মান ভারতে। সেখানে বলা হচ্ছে আবেদনকারীকে আর্থ-সামাজিক ও জাতিগত শুমারি অনুযায়ী দরিদ্র, গ্রামীণ সুবিধাভোগী অথবা নির্দিষ্ট কিছু শহুরে অসংগঠিত শ্রমিকের তালিকাভুক্ত হতে হবে। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে যাঁরা আয়ুষ্মান পাবেন না তাঁদের স্বাস্থ্যসাথীর মোড়কে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা (৫ লক্ষ পর্যন্ত) আনা হচ্ছে। সেখানে আবেদন করুন। নিশ্চিত সেখানেও থাকবে এমন শর্ত, যাতে গ্রাহক সংখ্যা হাতে গোনা যাবে। জুমলাবাজি বুঝুন।

ন্যায়বিচার নিহত

বারুইপুরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনাটি পৈশাচিক, জঘন্য এবং ক্ষমার অযোগ্য। এই ধরনের অপরাধীর চরমতম শাস্তিই কাম্য, তা নিয়ে এ দেশের কোনও সুস্থ নাগরিকের মনে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু অপরাধের শাস্তি দেওয়ার নামে মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশ হেফাজতে থাকা মূল অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের যে ‘এনকাউন্টার’ বা বিচারবহির্ভূত মৃত্যু হল, তা কি আদৌ ন্যায়বিচার? ভারতীয় ন্যায়সংহিতা কি একে মান্যতা দেয়? নাকি বিচারের নামে এ এক চরম বিপজ্জনক প্রহসন? পুলিশের দাবি অত্যন্ত চেনা এবং ছকে বাঁধা—রাত পৌনে একটা নাগাদ অভিযুক্তকে নিয়ে ‘ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন’ বা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে সে পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এক রাউন্ড গুলিও চালায়। পুলিশ আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালায়। অনেকেই বলবেন, আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলি চালিয়ে অন্যায় কিছু করেনি। ঠিক কথা। কিন্তু প্রশ্ন হল, এমন জঘন্যতম আসামিকে ক্রাইম সিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিসের কি প্রপার ট্রেনিং ছিল না? একজন আসামি, কিন্তু পুলিশের সংখ্যা ছিল একাধিক। তাহলে কী করে পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিতে পারল অভিযুক্ত? পালাবদলের পরে দেখা গিয়েছে তোলাবাজ অভিযুক্ত অনেককে কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরাচ্ছে পুলিশ! এ ছবি দেখেছে বঙ্গবাসী। প্রশ্ন হল, এক্ষেত্রে কি সেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? আরও প্রশ্ন, মাঝরাতে এমন কোন জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হল যে ফরেনসিক রিপোর্ট আসার আগেই, ন্যূনতম চার্জশিট পেশ করার আগে আসামিকে নিয়ে অন্ধকারে ‘ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন’ করতে ছুটতে হল? আজকের দিনে যেখানে ফিল্ড রিকনস্ট্রাকশনে সিসি ক্যামেরা বা বডি ক্যাম থাকা স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস, সেখানে এই অভিযানের কোনও ভিডিও রেকর্ড কেন নেই? যাঁরা এনকাউটার সংস্কৃতি সমর্থন করছেন, তাঁদের মনে করিয়ে দিই, ‘এনকাউন্টার সংস্কৃতি’ একবার প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা পেয়ে গেলে কোনও নিরপরাধকে যে আগামী দিনে এর শিকার হতে হবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? শাসক শিবির একে ‘দৈববিচার’ বলে হাততালি দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের একাংশও ক্ষণিকের আবেগে উল্লাস করছেন। কিন্তু এই ‘শর্টকাট’ বিচার যে সমাজব্যবস্থার জন্য কতটা ভয়ঙ্কর, তা অনেকেই বুঝতে পারছেন না। দশ বছরে উত্তরপ্রদেশে পুলিশি এনকাউন্টারে প্রায় ৩০০ জনের মৃত্যু ঘটেছে। —**সুমিত বিশ্বাস, সল্টলেক, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কেন এই দলবদল? কেন এত বেইমানি?

বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভাঙতে ‘সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ’ (প্ররোচনা, মূল্য, শাস্তি এবং চক্রান্ত) কৌশল ব্যবহার করে। যাদের বিরুদ্ধে প্রথমে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তাদের জন্য এই ধোলাইয়ের রাজনীতিই এই একমুখী আন্দোলনের মূল চাবিকাঠি। গণদলত্যাগ ঘটানোর জন্য বিজেপি বিভাজনের নীতিকে নিখুঁত করেছে। লিখছেন **তানিয়া রায়**

গণদলত্যাগের এই মরশুমে তিনটি পরস্পর সংযুক্ত রাজনৈতিক প্রশ্ন উঠে আসছে।

দল কেন ভেঙে যায়?

লোকজন কেন দলত্যাগ করে?

আদর্শ, নীতি, এমনকী আনুগত্যের আর কি কোনও মূল্য আছে?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বেইমানদের অভ্যুত্থানই ছিল সবচেয়ে বড় খবর। কিন্তু তার পাশাপাশি আরও কিছু খবর আসছে। উদ্ধব ঠাকরেকে নিয়ে শিবসেনার অবশিষ্ট অংশ আবার ভাঙছে। ঝাড়খণ্ডে ভারতীয় বিধায়করা এনডিএ-সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী পরিমল নাথওয়ানিকে ক্রস-ভোট দিয়েছেন। কর্নাটকের এমএলসি নির্বাচনে ডিকে শিবকুমার এনডিএ-র কয়েকজনকে দিয়ে ক্রস-ভোট দেওয়ায় অবশ্য কংগ্রেস কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারে।

এই মুহূর্তে বিজেপির তিনজন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস থেকে এসেছেন: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা (অসম), পেমা খাণ্ডু (অরুণাচল প্রদেশ) এবং মানিক সাহা (ত্রিপুরা)। এন. বীরেন সিংও তাই ছিলেন, যিনি কিছুদিন আগেও মণিপুর শাসন করতেন। অথবা বলা ভালো, তাঁর অধীনে বা সম্প্রতি কেউই ঠিকভাবে মণিপুর শাসন করতে পারেননি। এই চারজনই কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। মোদীর মন্ত্রী পরিষদে আপনি জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, কিরেন রিজিজু, রাও ইন্দ্রজিৎ সিং, জিতিন প্রসাদ।

প্রায় সকলেই কংগ্রেসের নামকরা পরিবার থেকে এসেছেন। আর বিজেপিতে দলত্যাগকারী প্রাক্তন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকাটি একটি ফুটবল দলের মতো: ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং, পেমা খাণ্ডু, অশোক চ্যাভান, এস এম কৃষ্ণ, নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি, দিগম্বর কামত, কিরণ কুমার রেড্ডি, বিজয় বহুগুনা, এই তালিকা চলতেই থাকবে। পেমা খাণ্ডু ছাড়া বিজেপি থেকে সুরক্ষা বা ক্ষতির অনুপস্থিতি ছাড়া আর কেউই বিশেষ কোনও সুবিধা পাননি।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক ও সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন। গত পরশু তৃণমূল কংগ্রেসের তিন রাজ্যসভার সাংসদ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

বাংলার বিধানসভায় বিজেপি পছন্দমাফিক বিরোধী গোষ্ঠী তৈরি করেছে চটনব্রতদের সুবাদে। তারাও নির্বিচারে বিজেপি সরকারের বাধ্য কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়ছে।

কেন এরকমটা হচ্ছে?

প্রথমত, বিজেপি সব দলের পরাজিতদের জন্য এখন একটি চুম্বকের মতো, কারণ সেখানেই লাভের গুড় থাকে।

দ্বিতীয়ত, বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভাঙতে ‘সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ’ (প্ররোচনা, মূল্য, শাস্তি এবং চক্রান্ত) কৌশল ব্যবহার করে। যাদের বিরুদ্ধে প্রথমে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তাদের জন্য এই ধোলাইয়ের রাজনীতিই এই একমুখী আন্দোলনের মূল চাবিকাঠি। গণদলত্যাগ ঘটানোর জন্য বিজেপি বিভাজনের নীতিকে নিখুঁত

করেছে। দুই-তৃতীয়াংশকে দলত্যাগে রাজি করাও এবং বলো যে তুমিই আসল দল।

সত্যি কথা বলতে কী, অতীতে কংগ্রেস এই খেলায় ছিল পাকা খেলোয়াড়। বস্তুত, সুপ্রিম কোর্টের বোম্মাই রায়ের (১১ মার্চ, ১৯৯৪) আগ পর্যন্ত, কংগ্রেস প্রতিপক্ষ সরকারগুলোকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য অত্যন্ত অনায়াসে ৩৫৬ ধারা ব্যবহার করত।

কিন্তু এখনকার বিজেপির সঙ্গে তাদের পার্থক্য হল, অধিগ্রহণের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তারে তাদের একনিষ্ঠ মনোযোগ। বিজেপি এই কাজটি করছে শিল্পোদ্যোগের ঢঙে।

২০১৪ সালে লোকসভায় কংগ্রেসের সর্বনিম্ন আসন সংখ্যা ছিল ৪৪। ১৯৮৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি মাত্র ২টি আসনে নেমে এসেও তাদের ঐক্য বজায় রেখেছিল। বস্তুত, দলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে (মূলত ভারতীয় জনসংঘ বা বিজেএস নামে) ৭৫ বছরে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তারা মাত্র ছয় বছর ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু দলে কোনও বিভাজন ঘটেনি, এবং গুজরাতের শঙ্করসিংহ বাঘেলার দলত্যাগ ছিল স্বল্পস্থায়ী হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। এর বিপরীতে, কংগ্রেস এতবার ভেঙেছিল যে, মূল নামের সাথে প্রত্যয় যোগ করতে গিয়ে তাদের অক্ষরই ফুরিয়ে গিয়েছিল।

বিজেপি থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য দলত্যাগ ঘটেছে যা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমজন ছিলেন বলরাজ মাধোক, জম্মুর স্বয়ংসেবক, যিনি দলের প্রধান হিসেবে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে বিজেএস-কে তাদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৩৫টি আসন এনে দিয়েছিলেন। তিনি তার সমকক্ষদের, বিশেষ করে অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং এল কে আদবানির সাথে বিরোধে জড়িয়েছিলেন, কারণ তিনি অর্থনীতির বিষয়ে বিজেএস-কে স্বতন্ত্র পার্টির মতো অন্যান্য ‘ডানপন্থী’ শক্তির সঙ্গে এক সারিতে আনতে চেয়েছিলেন। পরিহাসের বিষয় হল, আরএসএস-এর দৃষ্টিভঙ্গি গান্ধীবাদী দর্শনের কাছাকাছি ছিল এবং মাধোক এটিকে বামপন্থী বা ইন্দিরা গান্ধীর দর্শনের সঙ্গে অতিমাত্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করতেন। ১৯৭৩ সালে তাকে বিজেএস থেকে বহিষ্কার করা হলেও তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর দলের নেতাদের, বিশেষ করে বাজপেয়ীর সমালোচনা করলেও কখনও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী দলে যোগ দেননি। শ্রীমতী গান্ধী তখনও তাঁকে হুমকি হিসেবে দেখতেন এবং জরুরি অবস্থার সময় তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিলেন।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি এক দশক আগে ৯৬ বছর বয়সে নিঃসঙ্গ ও অখ্যাত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ২০১০ সালের একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে, ১৯৮০ সালে শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে মন্ত্রিসভার একটি পদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু একজন স্বয়ংসেবক হিসেবে তিনি সেই প্রলোভনে পা দেননি।

বিজেপি দলটিতে প্রায়শই মতবিরোধ দেখা যায়, কিন্তু কোনও বিদ্রোহ হয় না। আর শাখা সংস্কৃতি, কর্মী ও আরএসএস-এর মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মতো বিষয়গুলোই দলটিকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। দলটি বাইরে থেকে অনেক রাজবংশ আমদানি করেছে এবং নিজেরাও কিছু তৈরি করেছে, কিন্তু ক্ষমতা আদর্শগতভাবে বিশুদ্ধ দেশীয় নেতাদের হাতেই রয়ে গেছে।

কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে আদর্শবিহীন একদল উৎপাত জুটেছিল। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম, প্রতীক ও ছবি ব্যবহার করে ভোটে জিতে এখন মাতৃসমা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পিছন থেকে ছুরি মারতে ইতস্তত করছে না। সারমেয় বৃত্তি বেছে নিতে মনুষ্যত্বের হাড় মট মট শব্দে চিবোচ্ছে।

সেটাই মর্মান্তিক।

পরিশেষে বঙ্গ বিজেপিকে মনে করিয়ে দিতে চাই, একটাই কথা।

বঙ্গসমাজ এবং রাজনীতিতে সবথেকে দ্রুতহারে বিগত দুই মাস ধরে বেড়েছে দম্ভ, হিংসা এবং আইনভঙ্গ। এই তিনটিই ছোঁয়াচে এবং নিয়ন্ত্রণহীন। ১৯৭৫ সালে শুরু হওয়া জরুরি অবস্থার সময় ট্রেন সঠিক সময়ে চলছিল। সরকারি দফতরে কাজ হচ্ছিল নিয়মমতো। অপরাধ কমে গিয়েছিল। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। এসব তো সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ারই কথা। অথচ ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জরুরি অবস্থা জারির কারিগর ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর দলকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল জনগণ।

কথাগুলো মনে রাখলে ভাল হয়।

রাতভর বৃষ্টিতে বানভাসি কলকাতার জলছবি

টানা বৃষ্টিতে বানভাসি তিলোত্তমা

প্রতিবেদন : পূর্বাভাস ছিলই, কিন্তু প্রস্তুতি ছিল না। ফলস্বরূপ নাজেহাল হতে হল নাগরিকদের। শুক্রবার ব্যস্ত দিনে ভারী বৃষ্টিতে আবারও জলমগ্ন হয়ে পড়ল শহরের একাধিক এলাকা। আর এই জমা-জলের জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হল সাধারণ মানুষকে। স্কুল, অফিস যাওয়ার জন্য যাঁরা বেরিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে থাকতে হয়। শহরের এই চেনা জলছবি সামনে আসতেই ফের একবার পুরপ্রশাসন ও নগরোন্নয়ন দফতরের পরিকাঠামো এবং গাফিলতির দিকে আঙুল তুলেছেন ক্ষুব্ধ নাগরিকেরা। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। শুক্রবার সকালেও সেই বৃষ্টি অব্যাহত।

দফায় দফায় বৃষ্টি চলছে। কিছুক্ষণের টানা বৃষ্টিতেই শহরের নিচু এলাকাগুলির পাশাপাশি প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিও জলের তলায় চলে যায়। কোথাও কোথাও জল হাঁটু পর্যন্ত থইথই করছে। এর ফলে স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান-চলাচল। রাস্তায় গণপরিবহণ বলতে বাস বা অটো থাকলেও, জলের কারণে বহু গাড়ি বিকল হয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বেশি বিপাকে পড়েন পথচারী এবং বাইক আরোহীরা। পাম্প চালিয়ে জল নামানোর কাজেও প্রশাসনের তরফে চরম গা-ছাড়া ভাব দেখা গেছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বহু জায়গায় পাম্প হাউসগুলি সময়মতো সক্রিয় করা হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে।

কোথাও বিশালাকার গাছ ভেঙে থমকে গেছে ট্রাফিক, কোথাও আবার নিকাশি নালা উপচে নোংরা জল ঢুকে পড়েছে খোদ মানুষের ড্রয়িংরুমে! আর এই চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে ফের একবার বেআব্রু হয়ে পড়ল কলকাতা পুরসভা ও রাজ্য সরকারের চরম গাফিলতি এবং আগাম প্রস্তুতির কঙ্কালসার চেহারা। কাজের দিনে ব্যস্ততম স্ট্র্যান্ড রোডে বিশালাকার গাছ ভেঙে পড়ে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে যায় যান-চলাচল। একই সাথে হাঁটু সমান জলে ডুবে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে রইল অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে স্কুলবাস। পুরসভার দেখা মেলেনি দীর্ঘক্ষণ, যা নিয়ে চরম ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বর্ষার শুরুতেই ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে শুরু করেছে তিলোত্তমা। কলকাতার একাধিক এলাকায় জল জমে গিয়েছে। চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। আমহার্স্ট স্ট্রিট, ঠনঠনিয়া, মহাত্মা গান্ধী রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, বালিগঞ্জ, রাসবিহারী কানেক্টর, ঢাকুরিয়া, বেহালা, পার্ক স্ট্রিট, থিয়েটার রোড, ক্যামাক স্ট্রিট জলমগ্ন। আলিপুর থেকে উল্টোডাঙা, স্ট্রান্ড রোড থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ— শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন সম্পূর্ণ জলমগ্ন।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই জল জমে যাওয়ায় গাড়ির গতি শ্লথ। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এবং ইএম বাইপাসের মতো বড় রাস্তায় যানজট। বাস ও অটো কম থাকায় অফিসযাত্রীদের চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পুরসভার কর্মীদের তৎপরতা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন। বহু জায়গায় জল জমার কয়েক ঘণ্টা পরও কোনও প্রশাসনিক সাহায্য পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ।

রাজ্য
11 July, 2026 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টানা বৃষ্টিতে যশোর রোডের উপর ভেঙে পড়ল দুটি গাছ, ট্রান্সফর্মার। ব্যাহত যান চলাচল। জেসিবি দিয়ে জঞ্জাল সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। চারঘণ্টা রাস্তা আটকে থাকায় যানজট দেখা দেয়

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে রোগীর মৃত্যু, উত্তেজনা হাসপাতালে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতাল। মৃতের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-পরিজনেরা হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তাঁদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

মৃতের নাম তাপস দাস। তিনি মাথাভাঙা শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ফোড়া এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে শহরের একটি বেসরকারি চেম্বারে চিকিৎসক ডাঃ রাসেল হকের কাছে দেখানো হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেদিন সন্ধ্যায় তাঁকে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকেই অভিযোগের সূত্রপাত। মৃতের পরিবারের দাবি, হাসপাতালে ভর্তি করার পর জরুরি বিভাগে কোনও চিকিৎসক ছিলেন না। ওই সময় ডিউটিতে থাকার কথা থাকলেও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক হাসপাতালে আসেননি। রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতির কথা একাধিকবার ফোনে জানানো হলেও তিনি হাসপাতালে উপস্থিত না হয়ে ফোনে ওষুধের পরামর্শ দেন।

ভর্তির পর রোগীর প্রেসক্রিপশন। ডানদিকে মৃত তাপস দাস।

পরিবারের আরও অভিযোগ, সময়মতো চিকিৎসকের শারীরিক উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না মেলায় তাপস দাসের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। বৃহস্পতিবার রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। শুক্রবার সকালে হাসপাতালের সামনে জড়ো হন মৃতের আত্মীয়-পরিজন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে তাঁরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙা থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। পরে তাঁদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। যদিও মৃতের পরিবারের তোলা অভিযোগের বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা অভিযুক্ত চিকিৎসকের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় ফের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো, জরুরি বিভাগে চিকিৎসকদের উপস্থিতি এবং রোগী পরিষেবা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিল।

নয়া মোড়কে স্বাস্থ্যসাথীই

(প্রথম পাতার পর)

জনতার ক্ষোভের আঁচ পেয়েই তড়িঘড়ি আসরে নামতে হয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের জনসভা থেকে তিনি স্পষ্ট জানান, ক্রাইটেরিয়া বা নিয়মের গেরোয় যাঁরা কেন্দ্রীয় প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাবেন না, তাঁদের জন্য আনা হচ্ছে রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্প— 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা'। ঘোষণা করা হয়েছে, এই নতুন প্রকল্পেও বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সম্পূর্ণ সুবিধা মিলবে।

আর এখানেই উঠছে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি। যে 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ড নিয়ে নির্বাচনের আগে দিনরাত কটাক্ষ করেছে বিজেপি, যাকে বারবার 'ফ্লপ' বলে দেগে দেওয়া হয়েছিল, আজ ক্ষমতায় এসে ঠিক সেই মডেলেই তাঁদের হাঁটতে হচ্ছে কেন?

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে সবাইকে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়, এই বাস্তবটা বুঝতে পেরে কি শেষমেশ সেই পূর্বতন তৃণমূল সরকারের মডেলেই ধার করতে হল বর্তমান সরকারকে? নাম বদলে, মোড়ক বদলে এ তো সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পেরই নির্লজ্জ অনুকরণ! একদিকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নামে ভোটের আগে মিথ্যা স্বপ্ন ফেরি করা, আর অন্যদিকে ক্ষমতায় এসে মুখ বাঁচাতে গিয়ে পূর্বতন সরকারের প্রকল্পেরই 'কার্বন কপি' তৈরি করা— বর্তমান রাজ্য সরকারের এই দ্বিচারিতা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র শোরগোল শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষ আজ প্রশ্ন তুলছেন, যদি রাজ্যের নিজস্ব স্বাস্থ্য প্রকল্পই শেষমেশ ভরসা হয়, তবে নির্বাচনের আগে 'প্রত্যেককে আয়ুষ্মান' দেওয়ার জুমলা কেন দেওয়া হল? রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতি আর ডিগবাজির এই নির্লজ্জ খেলা আর কতদিন চলবে!

২৮-এর বেশি নারী নির্যাতন

(প্রথম পাতার পর)

যা সামনে আসেনি। হয় সামাজিক কলঙ্কের আতঙ্কে নিগৃহীতারা পুলিশে অভিযোগ দায়েরে বিরত থেকেছেন, নাহয় বিজেপির পোষা মেইনস্ট্রিম মিডিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে সেইসব ঘটনা ধামাচাপা দিয়েছে। কিন্তু বারুইপুরের ঘটনা নিয়ে রাজ্য জুড়ে শোরগোল পড়তেই একে একে সাহস করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করছেন নির্যাতিতারা।

গত ১৯ মে থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত এমন মোট ২৮টি ধর্ষণ-গণধর্ষণ কিংবা অকথ্য মারধর ও অত্যাচারের ঘটনা সামনে আসছে। বেহালা, সোনারপুর, দুর্গাপুর, শান্তিনিকেতন, শান্তিপুর, ফালাকাটা, দাঁতন, অশোকনগর, হাবড়া, কোচবিহার, ভাতার, জঙ্গিপুর-সহ জেলায় জেলায় নারী নির্যাতনের অভিযোগ। কোথাও নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ, কোথাও দু'বছরের শিশুকে যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা, আবার কোথাও প্রতিবন্ধী মূক ও বধির যুবতীকে গাঁজার ঠেকে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন। কখনও আদিবাসী কিশোরীকে গণধর্ষণ, কখনও মাঠ থেকে আদিবাসী গৃহবধূর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার, আবার কখনও বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে এসে ধর্ষিতা ১৩ বছরের কিশোরী! কিন্তু এসব ঘটনা চেপে গিয়ে বিজেপির শাসনে শুধুই নারী নিরাপত্তার গুণগান গাইছে মিডিয়া থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাড়াটে অন্ধভক্তরা।

চিত্রনাট্য তৈরি করছে প্রশাসন

(প্রথম পাতার পর)

করতে প্রভাস মণ্ডলকে সাজানো চিত্রনাট্যে ফাঁসিয়ে 'সাইড' করার কথা বলা হচ্ছে! এমনকী, স্থানীয় বিজেপি নেতা শান্তনু মণ্ডলও কি তাহলে শীর্ষস্তরের কোনও নেতার নির্দেশে অভিযুক্তদের পুলিশের ঘেরাটোপ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল? ফোনের কথোপকথনে পুলিশের তরফে স্পষ্ট বলা হচ্ছে, প্রভাস যেভাবে একের পর এক নাম বলে দিচ্ছে, তাতে বাকিদের 'বাঁচানো' মুশকিল হয়ে যেতে পারে। তাই তাকে 'সাইড' করে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন সেই বিজেপি নেতা। বারুইপুরের ঘটনায় পুলিশ কাদের নির্দেশে কাকে কাকে আড়াল করতে এই চিত্রনাট্য সাজিয়েছে? কাদের বাঁচাতে এখন মৃত্যুর পর প্রভাস মণ্ডলকে 'মূল' অভিযুক্ত বানানো হচ্ছে? ক্রমশ জট পাকাচ্ছে রহস্য!

আরও শর্ত আরোপ রাজ্যের

(প্রথম পাতার পর)

প্রকল্পের আওতায় আনার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, এত কড়া শর্ত আরোপ করে কেন তাদের বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে? এই যোগ্যতার মানদণ্ডে শেষ পর্যন্ত কতজন মহিলা প্রকৃতপক্ষে মাসে ৩ হাজার টাকা পাবেন? ভোটের আগে সহজ প্রতিশ্রুতি, আর ভোটের পরে কঠোর শর্ত—এই দুইয়ের ফারাক বুঝতে পারছেন সাধারণ মানুষ।

বন্ধুদের সঙ্গে দামোদরে নেমে তলিয়ে মৃত্যু যুবকের

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে এসে জলে তলিয়ে মৃত্যু হয় এক যুবকের। একদিন পর ঘটনাস্থল থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে মৃতদেহ উদ্ধার হল। যুবক বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়নগর গ্রামের বাসিন্দা। নাম বাবুলাল বাউড়ি। বয়স আনুমানিক ২৮ বছর। গতকাল কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দামোদর নদে মাছ ধরতে যান। সেখানে অসতর্কে বাবুলাল জলে তলিয়ে যান। খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে বন্ধুরা খবর দেন পুলিশকে এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকে। গতকাল দিনভর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অভিযান চালিয়েও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ সকাল থেকে দামোদরে তল্লাশি চালিয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ সোনামুখীর রভিয়া ড্যামের গেট সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ডিহিপাড়া গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মৃত যবকের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

সুন্দরবনে ভাঙছে বাঁধ উদাসীন জেলা প্রশাসন

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি: ক্ষমতার বদল হতেই বেহাল দশা সুন্দরবনের মানুষের। প্রত্যেকটি দিন কাটছে আতঙ্কের সঙ্গে। লাগাতার বৃষ্টির কারণে নদীবাঁধে ফাটল, কিছু জায়গায় কংক্রিটের বাঁধ বসে গিয়েছে। বাঁধ ভেঙে এলাকায় নোনা জল ঢোকার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে সুন্দরবনের মানুষ। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমেই। নদীবাঁধের সংস্কারের প্রয়োজন হলেও সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নেই প্রশাসনের। সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের একাধিক নদীবাঁধে এই ফাটল ও বসে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের একাধিক নদীবাঁধে ফাটল, টানা চার থেকে পাঁচদিনের বৃষ্টির প্রভাবে। সন্দেশখালির একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত যেমন মনিপুর, করাকাটি, খুলনা, সন্দেশখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাসা, কালিন্দী, রায়মঙ্গল সহ একাধিক নদীর বাঁধ বিপর্যস্ত। এলাকাবাসী চায় প্রশাসন তাদের গা ছাড়া ভাব ছেড়ে নজর দিক। ভয়ভীতি ও আতঙ্কে এখন দিন কাটাচ্ছে সুন্দরবনের মানুষ।

আটক ১২ বাংলাদেশি

সংবাদদাতা, রানিনগর : রানিনগরে পুলিশের নাকা চেকিংয়ে আটক ১২ বাংলাদেশি। রানিনগর থানার নাজিরের চক ব্রিজ এলাকায় সন্দেহজনক ১২ জনকে আটক করে পুলিশ। পুলিশি জেরায় স্বীকার করে যে তারা বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার বাসিন্দা। অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে চেন্নাই, মুম্বই, কেরল, বেঙ্গালুরু-সহ বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন ওই ১২ জন বাংলাদেশি। তাঁদের আটক করে লালগোলা হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।

পাহাড়ে ভারী বৃষ্টি

প্রতিবেদন: ফের খারাপ হচ্ছে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি। ভারী বৃষ্টিতে পাহাড়ে বিপর্যস্ত জনজীবন। বিপদসীমার উপর বইছে পাহাড়ি নদীগুলো। একাধিক রাস্তায় ধস। বন্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় উপরের পাঁচটি জেলার জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী দুই থেকে তিনদিন রাজ্যের সর্বত্র হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণের প্রায় সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

শিলিগুড়িতে দুর্ঘটনা। সবজিবোঝাই ভ্যানে লরির ধাক্কা। রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে যান ভ্যান চালক। গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘাতক লরির খোঁজে তল্লাশি

তৃণমূলের দলবদলুরা কেন প্রার্থী? ক্ষোভ বিজেপির অন্দরে

দলবদলুরা যোগ দিয়েছে বিজেপিতে। তাঁদেরই রাজ্যসভারই প্রার্থী করেছে বিজেপি। আর এনিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ বাড়ছে বিজেপিরই অন্দরে। দলের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন প্রবীণ নেতারা। দলের প্রতি আর আস্থা নেই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কোচবিহারের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক ও দলের প্রবীণ নেতা নিখিলরঞ্জন দে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ বার প্রকাশ্যেই দলের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দীর্ঘ তিন দশকের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, দলের এই সিদ্ধান্তে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি জানান, গত ৩০ বছর ধরে তিনি বিজেপির সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। দলের এই দুর্দশাতে আক্ষেপ করেন তিনি। এদিকে আবার, প্রকাশ চিক বরাইককে নিয়ে বিক্ষুব্ধ আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা। তাঁরা বলছেন, জেলায় ঢুকলেই তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ হবে।

লাগাতার বৃষ্টি

উত্তরবঙ্গ জুড়ে একটানা লাগাতার বর্ষণের জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন। নদীগুলির জলস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ ব্লকে। জানা গিয়েছে, হেমতাবাদ বিধানসভার অন্তর্গত বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়া এলাকায় কুলিক নদীর বাঁধ তিনটি জায়গায় ভেঙে হু হু করে জল ঢুকতে শুরু করেছে চাষের জমিতে। নদীর জলের প্রবল চাপে শেষমেশ বালিয়ার কাছে বাঁধের তিনটি অংশ ভেঙে যায়। মুহূর্তের মধ্যে বালিয়া, অন্তরা এবং বারবার সহ সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকার বিঘার পর বিঘা চাষের জমি প্লাবিত হয়। এলাকার কৃষকদের দাবি, ইতিমধ্যেই প্রায় ৪ হাজার একর ফসলি জমি সম্পূর্ণ জলের তলায় চলে গিয়েছে।

চলল বুলডোজার

ভোট লুট করে বিজেপি জেতার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে চলছে বুলডোজার। রায়গঞ্জে জোর করে বে-আইনি দাগিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল তৃণমূলের পার্টি অফিস। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সকাল থেকেই বহু স্থানীয় বাসিন্দা ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। স্থানীয়দের অভিযোগ, শুধু পার্টি অফিস নয়, বাড়ি, দোকান সবেতেই নির্বিচারে চলছে বুলডোজার।

ফালাকাটা-কাণ্ড : ৪৮ ঘণ্টা পার, কোথায় অভিযুক্ত? প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় প্রশ্ন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ৪৮ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। ফালাকাটা-কাণ্ডে অভিযুক্ত মহিলার স্বামী এখনও অধরা। কোন পথে তদন্ত? জেনে-বুঝে কি আড়াল করা হচ্ছে অভিযুক্ত মহিলার স্বামী হামিদুল ইসলামকে? নেপথ্যে কি রাজনৈতিক অভিসন্ধি? এমনই সব প্রশ্ন উঠছে। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা তুলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে ফালাকাটায় নিহত গৃহবধূ আজিমা বেগমের পরিবার। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন ফালাকাটার দেওগাঁওয়ের বাসিন্দা আজিমা। বুধবার নদী থেকে উদ্ধার হয় তাঁর নিথর দেহ। শরীরে ছিল একাধিক আঘাতের চিহ্ন। পোশাক অবিন্যস্ত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্বামীর অত্যাচারে তিতিবিরক্ত হয়ে কয়েক মাস ধরে ফালাকাটায় বাপের বাড়িতেই থাকছিলেন আজিমা বেগম। কিন্তু গত মঙ্গলবার একটি পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার নাম করে নিজের শ্যালকের মোটরসাইকেলে চাপিয়ে আজিমাকে নিয়ে বেরিয়ে যান স্বামী হামিদুল। এরপর থেকে আজিমার কোনও খোঁজ মিলছিল না। এমনকী আজিমার ভাইয়ের মোটরসাইকেলটিরও আর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। এরপর বুধবার নদীর জলে আজিমা বেগমের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে আজিমার পরিবার থেকে। এদিন ফালাকাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আজিমার ভাই মমেদুল হক। মমেদুল জানান, দিদির উপরে বিয়ের পর থেকেই অকথ্য অত্যাচার চালাতেন আমার দুলাভাই। তাঁর অত্যাচারে দিদি আমাদের বাড়ি চলে এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিদি খুনই হয়ে গেল! আমি দোষীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। দোষী হামিদুলকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিক পুলিশ, না-হলে আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে নিহতের পরিজনেরা।

এভাবেই নদীতে মিলেছিল দেহ।

তিস্তার গ্রাসে কৃষিজমি, অসহায় ৩০০০ পরিবার, পাশে নেই প্রশাসন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : একটানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরের পাহাড় থেকে সমতল। তিস্তা নদীর ভয়াবহ ভাঙন এবং বাঁধের বেহাল দশায় চরম আতঙ্কের প্রহর গুনছেন জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের মরিচবাড়ি ও দোমোহনি এলাকার মানুষ। প্রায় তিন হাজার পরিবারের বসতভিটে ও চাষের জমি এখন নদীর গ্রাসে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম। দীর্ঘদিনের অবহেলায় বাঁধের যে বেহাল দশা হয়েছিল, সাম্প্রতিক জলস্ফীতি ও প্রবল ভাঙনে তা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তিস্তার বাঁধটি সংস্কারের জন্য বারবার প্রশাসনের কাছে আর্জি জানানো হলেও কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অথচ, মরিচবাড়ি ও দোমোহনি এলাকার অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ডই হলো এই তিস্তার তীরের উর্বর কৃষিজমি। স্থানীয় কৃষকদের দাবি, নদীর পাড় যেভাবে ভাঙছে, তাতে প্রচুর জমির ফসল ও সবজি খেত মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কৃষকদের আক্ষেপ, "আমাদের প্রধান জীবিকা হলো কৃষিকাজ। জমিটুকু নদীগর্ভে চলে গেলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।" ইতিমধ্যেই নদীবাঁধের বেশ কিছু অংশ নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ায় এলাকার মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে ভাঙন রোধে কার্যকর ও স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। বর্ষার মরসুমে ভাঙনের তীব্রতা আরও বাড়লে এলাকার মানচিত্র বদলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকেরা।

এভাবেই বাড়ছে জল, বললেন চিন্তিত বৃদ্ধা।

অতিরিক্ত কাজের চাপ সরব হলেন আশাকর্মীরা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : অতিরিক্ত কাজের চাপ সামলানো যাচ্ছে না। এবার সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন আশাকর্মীরা। চার দফা দাবিকে সামনে রেখে শুক্রবার কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে ডেপুটেশন দিল পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন। সংগঠনের দাবি, মূল স্বাস্থ্য পরিষেবার বাইরে একের পর এক অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেওয়ায় মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। তাই অবিলম্বে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন প্রয়োজন। এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আশা কর্মীরা জেলাশাসকের দফতরের সামনে জড়ো হন। পরে সংগঠনের প্রতিনিধিরা জেলাশাসকের উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। তাঁদের বক্তব্য, আশা কর্মীদের মূল দায়িত্ব হল মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা, টিকাকরণ কর্মসূচিতে সহযোগিতা, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ রক্ষা করা। কিন্তু বর্তমানে সেই কাজের পাশাপাশি একাধিক প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর দায়িত্বও তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সংগঠনের অভিযোগ, বিশেষ করে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের ফর্ম পূরণের কাজ নিয়ে মাঠপর্যায়ে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

আন্দোলনের ডাক দেন কর্মীরা।

ফের ধসে বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

সংবাদদাতা, দার্জিলিঙ ও শিলিগুড়ি : বর্ষার দাপটে আবারও বিপাকে সিকিমের সড়ক যোগাযোগ। টানা বৃষ্টির জেরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ধস নেমে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে সিকিমমুখী পর্যটক, স্থানীয় বাসিন্দা এবং পণ্যবাহী যানবাহনের চলাচলে বড়সড় প্রভাব পড়েছে। ১০ জুলাই প্রকাশিত সিকিম পুলিশের সর্বশেষ রোড স্ট্যাটাসে এই পরিস্থিতির কথা জানানো হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে পড়েছে শিলিগুড়ি-রংপো সংযোগকারী জাতীয় সড়ক ১০ ২৯তম মাইল, ব্রেক দারা এবং হনুমান মন্দির সংলগ্ন এলাকায় ধস নামায় আপাতত যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দার্জিলিং-তিস্তা হয়ে বিকল্প পথে যাতায়াতের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রংপো-সিংতাম সড়কের ২০তম মাইল এলাকাতেও ধসের জেরে রাস্তা বন্ধ রয়েছে। অন্যদিকে উত্তর সিকিমে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। গ্যাংটক থেকে মঙ্গন, চুংথাং, লাচুং, ইয়ুমথাং এবং জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত অধিকাংশ পর্যটন রুটে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। তবে চুংথাং-লাচেন সড়কের তারামচু এলাকায় এখনও যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় ওই রুটে ভ্রমণ আপাতত সম্ভব নয়।

বারে বারে ধস নামায় বাড়ছে বিপদ।

ফাঁসিদেওয়ায় খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

প্রতিবেদন : ফাঁসিদাওয়ার ত্রাস চিতাবাঘ অবশেষে খাঁচাবন্দি। অবশেষে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজাম তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূর্বিভিটা নয়নজোত এলাকায় বনদফতরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। বৃহস্পতিবার রাতে খাঁচাবন্দি হয় চিতাবাঘটি। শুক্রবার সকালে খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা গত এক মাস ধরে এলাকাটিতে চিতাবাঘের উপদ্রব চরম আকার ধারণ করেছিল। চা বাগান ঘেরা এই জনবসতিতে সন্ধ্যা নামলেই শুরু হতো প্রাণের ভয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত কয়েক সপ্তাহে চিতাবাঘের হানায় এলাকার অন্তত ১৫-২০টি ছাগল ও বাছুর নিখোঁজ বা মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন গ্রামবাসীরা। শিশুদের স্কুলে পাঠানো বা চা বাগানে কাজে যাওয়া—সবক্ষেত্রেই ছিল তীব্র অনিশ্চয়তা। অবশেষে চিতাবাঘটি আরও একটি ছাগল শিকার করলে তৎপর হয় বনদপ্তর। খাঁচায় নতুন করে ছাগলের টোপ দেওয়া হয়। আর সেই টোপেই কেল্লাফতে। রাতের খাঁচার ভেতরে ঢুকতেই বন্দি হয়ে যায় চিতাবাঘটি।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 July, 2026 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনপত্র সংশোধনে বিডিওকে স্মারকলিপি

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রাজ্য সরকারের অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনপত্রে ভুল সংশোধনের দাবিতে শুক্রবার বাঘমুন্ডি বিডিওর কাছে স্মারকলিপি জমা দিল অল ইন্ডিয়া ঘাসি সমাজ একতা মঞ্চ। সংগঠনের দাবি, তুন্তড়ি-সুইসা অঞ্চলের রাইডি, নওয়াডি-সহ একাধিক গ্রামের ৬৭ জন উপভোক্তার আবেদনপত্রে ভুলবশত ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত ঘরে 'নো'-এর পরিবর্তে 'ইয়েস' নির্বাচন হয়ে যায়। ফলে তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পেতে সমস্যায় পড়েছেন। এই ত্রুটি দ্রুত সংশোধন করে আবেদন অনুমোদনের দাবি জানানো হয়। বাঘমুন্ডির বিডিও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেন এবং যোগ্য সকল উপভোক্তাই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বলে জানান। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় ৬৭ জন মহিলা উপভোক্তা এবং অল ইন্ডিয়া ঘাসি সমাজ একতা মঞ্চের একাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে প্রতিবাদে পথে মহিলারা।

বুলডোজার-হানায় ভাঙল দোকানপাট

বুলডোজার নিয়ে চলেছে উচ্ছেদ।

সংবাদদাতা, আসানসোল : আবার বুলডোজার। আসানসোলের রাহা লেন থেকে চার্চ রোড পর্যন্ত ফুটপাথ ও রাস্তায় থাকা দোকান উচ্ছেদে বুলডোজার চালানো হয়। অভিযানের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল। অভিযানে রাস্তার ধারের সমস্ত অবৈধ দোকান সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে বহু দোকানি সমস্যায় পড়েছেন। কয়েকজন দোকানির দাবি, আগের দিন ঘোষণা করা হলেও আজই তাদের দোকান ভাঙতে চলে আসে প্রশাসন। দোকানের মালপত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁদের। ব্যবসায়ীদের আরও অভিযোগ, হঠাৎ উচ্ছেদ অভিযানের ফলে তাদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বর্ষাকালের মধ্যে দোকান সরিয়ে অন্যত্র যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত সুযোগ না পাওয়ায় তাঁরা চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন।

আসানসোল

বকেয়া দাবিতে বাঘমুন্ডিতে আশাকর্মীদের স্মারকলিপি

স্মারকলিপি দেওয়ার পর বিডিও অফিসের সামনে আশাকর্মীরা।

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বকেয়া ইনসেনটিভ দ্রুত মেটানো, অতিরিক্ত কাজের চাপ কমানো এবং ই-কেওয়াইসি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের দাবিতে শুক্রবার বাঘমুন্ডি ব্লকের বিডিওর কাছে স্মারকলিপি জমা দিল পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের বাঘমুন্ডি ব্লক শাখা।

আশাকর্মীদের অভিযোগ, কয়েক মাস ধরে তাঁদের ইনসেনটিভ বকেয়া রয়েছে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়াই ই-কেওয়াইসি ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব দেওয়ায় মাঠপর্যায়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে।

সংগঠনের অভিযোগ, বিএমওএইচ তাঁদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেননি। তবে বিডিও স্মারকলিপি গ্রহণ করেছেন। দ্রুত দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আশাকর্মীরা।

বেহাল রাস্তা, দুর্ভোগে মানুষ, প্রশাসন ঘুমিয়ে!

সংবাদদাতা, দাসপুর : সরকার বদলেছে কিন্তু নতুন সরকারের প্রশাসনের এখনও ঘুম ভাঙেনি। ফলে দুর্ভোগে মানুষ। দাসপুর ১ ব্লকের নন্দনপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেহাল হয়ে চরম দুর্ভোগে মানুষ। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন তিয়রবেড়িয়া হাইস্কুল থেকে রবিদাসপুর নদীবাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় আধ কিলোমিটার রাস্তা একেবারে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এই বর্ষায় রাস্তার বিভিন্ন জায়গার খানাখন্দে জল জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ফলে পরপর দুটি স্কুলের ছাত্রছাত্রী-সহ এলাকার সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বেহাল অবস্থা দেখে এলাকার কিছু যুবক রাস্তার দুই পাশে গাছের ডাল রেখে বর্তমানে বড় বড় চার চাকার যানবাহন যাতে না চলাচল করতে পারে তার জন্য নির্দেশ রেখেছে। তবে সেই নিয়মকে তোয়াক্কা না করে কাঠের গুঁড়িভর্তি ইঞ্জিনভ্যান চলাচল করেই চলেছে। এলাকার মানুষ চাইছেন দ্রুত এই রাস্তাটির সংস্কার। তাহলে উপকৃত হবে প্রায় ১০ থেকে ১২টি গ্রামের মানুষজন।

এইভাবেই বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াত চলেছে।

নাবালিকার শ্লীলতাহানি গ্রেফতার খনি-আধিকারিক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পাণ্ডবেশ্বরে এক নাবালিকাকে নির্যাতনের অভিযোগে এক খনি-আধিকারিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নাম চিন্ময় মণ্ডল। পাণ্ডবেশ্বর এলাকার একটি কোলিয়ারির আধিকারিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পাণ্ডবেশ্বরের অফিসার কলোনিতে থাকতেন। বৃহস্পতিবার তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। অভিযোগ, অভিযুক্তের কাছে পড়তে যেত এলাকার এক নাবালিকা। নাবালিকার পরিবারের দাবি, পড়ানোর সময় তিনি নাবালিকার সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন এবং তার শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেন। বাড়ি ফিরে নাবালিকা বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানালে তাঁরা পাণ্ডবেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়েই তদন্ত শুরু করে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। নাবালিকা ও পরিবারের সদস্যদের বয়ান নেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পর পুলিশ চিন্ময়কে গ্রেফতার করে। শুক্রবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তুলতে জমিদান প্রাক্তন জওয়ানের

সনাতন গড়াই • দুর্গাপুর

দুর্গাপুরে সমাজসেবায় নজির স্থাপন করলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা জওয়ান সত্যপ্রিয় জোয়ারদার। দেশের সীমানারক্ষার দায়িত্ব পালন করার পর এবার সমাজের কল্যাণে নিজের মূল্যবান সম্পত্তি দান করে মানবিকতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ তুলে ধরলেন। দুর্গাপুরের কুড়ুরিয়া ডাঙা এলাকায় নিজের ১০ কাঠা জমি বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণের জন্য লায়ন্স ক্লাব অফ দুর্গাপুরকে দিয়েছেন। সত্যপ্রিয় জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন লক্ষ্য করেছেন বহু মানুষ বার্ধক্যে এসে নানা সমস্যার মুখোমুখি হন। অনেকেরই মাথাগোঁজার নিরাপদ আশ্রয় থাকে না। কেউ পরিবারে অবহেলিত, কেউ আর্থিক সংকটে দিন কাটান। জীবনের শেষ পর্বে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এই বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে। তাই নিজের সম্পত্তি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। লায়ন্স ক্লাব ওই জমিতে একটি আধুনিক ও সুপরিকল্পিত বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তুললে বহু প্রবীণ মানুষ নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশে জীবনযাপন করতে পারবেন। সত্যপ্রিয় প্রমাণ করে দিয়েছেন, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও মানবিক মূল্যবোধই একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয়। দেশের জন্য অস্ত্র হাতে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার পর এবার সমাজের অসহায় প্রবীণদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আবারও নিজের কর্তব্যবোধের পরিচয় দিলেন। দুর্গাপুরের সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এমন উদ্যোগ বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণের পথই প্রশস্ত করবে না, সমাজে মানবিকতা, সহমর্মিতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের বার্তাও ছড়িয়ে দেবে।

জমিদাতা সত্যপ্রিয় জোয়ারদার।

১২৬ কেজি গাঁজা আটক

সংবাদদাতা, বেলদা : পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থানার পুলিশ একটি পণ্যবাহী লরি থেকে ১২৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। গ্রেপ্তার করেছে চালককে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে চালানো এই অভিযান। ওড়িশা থেকে আসা ওই লরিতে অন্যান্য পণ্যের আড়ালে চারটি বস্তায় লুকিয়ে রাখা ১২০ কেজিরও বেশি গাঁজা পাওয়া যায়। ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের শ্যামপুরা এলাকায় নিয়মিত তল্লাশির সময় গাড়িটিকে আটক করা হয়। অভিযানে দাঁতন ও বেলদা থানার পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি বেলদার এসডিপিও আনন্দ মণ্ডলও অংশ নেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লরিটি মুম্বই থেকে ওড়িশায় গিয়েছিল এবং সেখানে গাঁজা বোঝাই করার পর কলকাতার দিকে আসছিল।

তিরুপতি এলাকায় রক্তাক্ত হয়ে উঠল বিয়ের অনুষ্ঠান। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হল মুনিরাত্নম (৫০) এবং মনিকণ্ঠ (৪২) নামে দুই ব্যক্তিকে। বিয়ে সংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে তর্কাতর্কির পরিণতি এই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করছে পুলিশ

অযোধ্যা, বদ্রীনাথের পরে গুয়াহাটি

প্রণামী লুঠ বালাজি-দুর্গা মন্দিরে

গুয়াহাটি: অযোধ্যা, বদ্রীনাথের পরে এবারে মন্দিরে প্রণামী লুঠের ঘটনায় উত্তাল আর এক বিজেপি শাসিত রাজ্য অসম। গুয়াহাটির বেতকুচির পূর্ব তিরুপতি শ্রী বালাজি মন্দিরে বুধবার রাতে ঘটেছে এই লুঠের ঘটনা। সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো করে দিয়ে মন্দিরে ঢুকে বেশ কয়েকটি দানবাক্স ভেঙে লুঠপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। চুরি করে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রীও। শুধু বালাজি মন্দির নয়, দুর্গা এবং পদ্মাবতী মন্দিরেও হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। চুরি করে প্রণামীর সমস্ত টাকা। গয়নাগাটিও লুঠ করে বলে সন্দেহ। লুঠের পরে মন্দিরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল দানবাক্সগুলো।

এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রচুর লোকজন জড়ো হয় মন্দির এলাকায়। অভিযোগের আঙুল তোলে মন্দির পরিচালকদের দিকে। তাঁদের অভিযোগ, নিরাপত্তায় গাফিলতির জন্যই ঘটে গেল এতবড় ঘটনা। বিজেপি সরকারের প্রশাসনিক অপদার্থতাকেও এই ঘটনার জন্য দায়ী করেন সাধারণ মানুষ।

জনতার চাপে পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এখনও রহস্যের কোনও কিনারাই করতে পারেনি তারা। এমনকী দুষ্কৃতীরা কোন পথ দিয়ে মন্দিরে ঢুকেছে এবং মন্দির থেকে বের হয়েছে, তাও বুঝে উঠতে পারছেন না তদন্তকারীরা। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে, চুরির আগে প্রতিটি সিসিটিভি ক্যামেরা অকেজো করে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তাই আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

লক্ষণীয়, ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মন্দির। তারপরে এমন প্রণামী লুঠের ঘটনা এই প্রথম। নেপথ্যে কোনও বড় মাথা বা চক্র রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

নীতীশের জমানায় ভয়াবহ নিয়োগ দুর্নীতি

বিহারের সরকারি স্কুলে ৩ হাজার ভুয়ো শিক্ষক

পাটনা: বিজেপিবন্ধু নীতীশ কুমারের জামানায় দুর্নীতি কীভাবে কুরে কুরে খেয়েছে বিহারকে তার আরও এক জ্বলন্ত প্রমাণ মিলল। সরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে ধরা পড়েছে ব্যাপক দুর্নীতি। অন্তত ৩০০০ প্রার্থী ভুয়ো নথি দেখিয়ে চাকরি পেয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। তাঁদের ছাঁটাই করে এখন হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে বিহারের বিজেপি সরকার। অভিযোগ উঠেছে শিক্ষকের চাকরির বিনিময়ে মোটা অঙ্কের লেনদেনের। ভুয়ো শংসাপত্র এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভুয়ো নথি জমা দিয়ে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসেছিলেন বহু চাকরিপ্রার্থী। এবং জাল ডিগ্রি দেখিয়ে চাকরিও পেয়েছেন এই ধরনের অনেক পরীক্ষার্থী। প্রশাসনসূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৬ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৯ বছরে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেই এই ভয়াবহ দুর্নীতি বেআব্রু হয়েছে। মাঝে কয়েকমাস বাদ দিলে এই দীর্ঘসময় বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে ছিলেন নীতীশ কুমারই। রাজ্য ভিজিলেন্স ব্যুরো তদন্তে নেমে পর্দাফাঁস করেছে এই দুর্নীতির।

এই ভয়ঙ্কর দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসতেই গভীর অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছে বিজেপি। কারণ দীর্ঘদিন তাঁদের সমর্থনেই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নীতীশ কুমার। সম্প্রতি অবশ্য বিজেপির ফাঁদে পা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ হারাতে হয়েছে তাঁকে। মোদি সরকারের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়লেও আপাতত শুধুমাত্র রাজ্যসভার সদস্য হয়েই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হচ্ছে তাঁকে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর আসন দখল করেছে বিজেপি। ঠিক এই সময়ই শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসায় এর দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে বিজেপি। শিক্ষামন্ত্রী মিথিলেশ তিওয়ারি শুক্রবার জানিয়ে দিয়েছেন, বিহারের সরকারি স্কুলগুলো থেকে তিন হাজারেরও বেশি শিক্ষককে চিহ্নিত করে ছাঁটাই করা হবে। শুধু চাকরি বাতিলই নয়, কয়েকবছরে তাঁরা যা বেতন পেয়েছেন, তা সুদসমেত আদায় করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, সরকারি স্কুলে জাল শিক্ষক নিয়োগের দায় কি এভাবে এড়াতে পারবে বিজেপি? কারণ বিজেপির প্রত্যক্ষ সমর্থনেই তো দীর্ঘদিন বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ। এতদিনে কি কিছুই টের পায়নি বিজেপি নেতৃত্ব?

রামমন্দিরে প্রণামী লুঠ, সোমবার মামলা শুনবেন প্রধান বিচারপতি

অযোধ্যা: রামমন্দিরের অনুদান লুঠ নিয়ে সিবিআই তদন্ত দাবি করে দায়ের হওয়া ৩টি মামলার একসঙ্গে শুনানি হবে সামনের সোমবার। অযোধ্যা রামমন্দিরে অনুদান চুরির ঘটনায় দেশজুড়ে তুঙ্গে বিতর্ক। চাপের মুখে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ সিট গঠন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এর মধ্যেই নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলে সিবিআই তদন্তের দাবিতে তিনটি আলাদা মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। বৃহস্পতিবার দায়ের করা রাম মন্দিরে অনুদান সংক্রান্ত ওই তিন মামলার শুনানি হবে আগামী ১৩ জুলাই, সোমবার। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বিশেষ বেঞ্চে এই আর্জিগুলির শুনানি হবে।

আইনজীবী নরেন্দ্রকুমার গোস্বামী, অজয়কুমার রায় এবং আরজেডি সাংসদ সুধাকর সিং পৃথকভাবে এই তিনটি আবেদন দায়ের করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টি কোটি কোটি রামভক্তের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আস্থার সঙ্গে জড়িত। তাই মন্দিরে প্রাপ্ত সমস্ত অনুদানকে ট্রাস্টের পবিত্র সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে তার স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ জরুরি। মন্দিরের অনুদান ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি স্বাধীন কমিটি গঠনের দাবিও তোলা হয়েছে।

অযোধ্যার রামমন্দিরে তিন হাজার কোটি টাকার অনুদান চুরিতে প্রশ্নের মুখে খোদ রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সদস্যরা। এই ঘটনায় মুখ পুড়েছে উত্তরপ্রদেশের আদিত্যনাথ সরকারের। বিতর্কের জেরে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। এমনকী শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের পদত্যাগী প্রধান চম্পত রাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তদন্তকারীরা। এই অবস্থায় রামমন্দিরে চুরির মামলা সুপ্রিম কোর্টে ওঠায় অস্বস্তি বাড়ল সংঘ পরিবারের। শীর্ষ আদালতের তিনটি আবেদনে রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের আর্থিক লেনদেনের সিএজি অডিট, সিবিআই তদন্ত দাবি করা হয়েছে।

এনকাউন্টারে খতম ৪ দুষ্কৃতী

গুরগাঁও: গ্যাংস্টার দলের ৪ দুষ্কৃতীকে গুলি করে মারল গুরগাঁওয়ের পুলিশ। নিহতরা সকলেই গ্যাংস্টার দীপক নন্দালের দলের সদস্য বলে পুলিশ জানিয়েছে। গুরগাঁওয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার ধরমবীর সিং জানিয়েছেন, সুশান্তলোক এলাকায় গাড়ি থেকে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুষ্কৃতীরা গুলি চালালে চ্যালেঞ্জ জানায় পুলিশ। শুরু হয় উভয়পক্ষের গুলি বিনিময়। জখম হন ৩ পুলিশকর্মীও।

বিহারে উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে ভাঙচুর-আগুন ব্যাঘ্রপ্রকল্পে

পাটনা: উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বিহারের ব্যাঘ্রপ্রকল্পের সংরক্ষিত বনভূমি। দু'পক্ষের সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয়েছেন বন দফতরের বেশ কয়েকজন বনকর্মী-সহ বহু গ্রামবাসী। চলে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগও। উচ্ছেদ অভিযান চলার সময়ই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় আর্থমুভারে। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ এলাকায়। বনদফতরের অভিযোগ, বনভূমির জমি বেদখল করে রেখেছেন কিছু গ্রামবাসী। বৃহস্পতিবার বাল্মিকীনগর বন এলাকায় খাদি গ্রামের কাছে ধানহিয়ায় উচ্ছেদ অভিযান চালান বন দফতরের আধিকারিক এবং কর্মীরা। প্রতিরোধ গড়ে তোলেন গ্রামের লোকজন। উচ্ছেদে বাধা দিতে এগিয়ে আসেন বনাঞ্চলের মহিলারাই। সাফ জানিয়ে দেন, বনে কোনওরকম উচ্ছেদ অভিযান চলবে না। ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক উত্তেজনা। উচ্ছেদের সাজসরঞ্জামে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা।

সুপ্রিম কোর্টে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়েও রেহাই পেলেন মামলাকারী

নয়াদিল্লি : অভূতপূর্ব ঘটনা সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে। নিজের মামলা নিজে লড়তে আসা (পিটিশনার-ইন-পার্সন) এক ব্যক্তি দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য গালিগালাজ করেন, আদালতের ভেতর ফাইল ও নথিপত্র ছুঁড়ে মারেন এবং বিচারপ্রক্রিয়া চরম ব্যাঘাত ঘটান। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথন এবং বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চে ঘটে যায় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। সকাল ১১টা নগাদ প্রবল প্রতাপ নামে এক আবেদনকারী আচমকাই হাজির হন বেঞ্চের সামনে। সকলকে অবাক করে দিয়ে নিজেকে পরিচয় দেন সার্বভৌম হিসাবে। তারপর বিচারপতিদের বিভাগীয় ভৃত্য বলে সম্বোধন করে তিনি বলেন, মিস্টার জুডিশিয়াল সার্ভেন্ট, আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি যেন লখনউয়ের এএসপি-র বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধের সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগে যেন এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁর এই কথা শুনে বিস্মিত বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথন অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, আপনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন? এর পরেই ওই আবেদনকারী তীব্র ক্ষিপ্ত হয়ে ভারতের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে অশালীন শব্দ প্রয়োগ করতে শুরু করেন এবং হাতের কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলে আদালতের কার্যক্রমে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আদালতের নিরাপত্তা কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাঁকে এজলাস থেকে বের করে নিয়ে যান। পরে আদালতের ভেতরেই ডিএসপি-র দফতরে তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য আটকে রাখা হয়। আদালতের ভেতরে এমন নজিরবিহীন তাণ্ডব ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও, সুপ্রিম কোর্টের ওই বেঞ্চ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা বা অন্য কোনও শাস্তিমূলক আইনি পদক্ষেপ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মামলার রায় ঘোষণার সময় বিচারপতি বিশ্বনাথন বলেন, আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করছি না। মামলার গুণাগুণের দিক থেকে আমরা সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখেছি। চ্যালেঞ্জ করা রায়ের ওপর হস্তক্ষেপ করার মতো কোনও জোরালো ভিত্তি আমরা খুঁজে পাইনি। অতএব, এই স্পেশাল লিভ পিটিশনটি খারিজ করা হলো। পরে সহানুভূতির সুরে বিচারপতি মন্তব্য করেন, উনি মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত... এটা আসলে তীব্র হতাশার বহিঃপ্রকাশ। ওঁর প্রতি আমাদের কেবল সহানুভূতিই রয়েছে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, আবেদনকারী প্রবল প্রতাপ আসলে এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আচমকা বিমান বদল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। আমেরিকা থেকে তুরস্কে যান কাতারের উপহার দেওয়া বিশেষ বিমানে। কিন্তু আমেরিকায় ফেরেন তিরিশ বছরের পুরনো বিমানে। ট্রাম্পের এই বিমান বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে জোর চর্চা। তাঁকে খুন করা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন ট্রাম্প

ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশে ফিরে আত্মসমর্পণ করতে চান, ঘোষণা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার

সঙ্গে ফিরছেন আওয়ামি লিগের অন্য নেতারাও

নয়াদিল্লি : বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের পর মানবতাবিরোধী মামলার রায়ে ঢাকার ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। ইউনুস জমানার সেই 'সাজানো' রায় নিয়ে শুরু থেকেই সর্বস্তরে বিতর্ক প্রচুর। বঙ্গবন্ধুকন্যা ছাড়াও একই মামলায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও। অভ্যুত্থান-পর্ব থেকেই দেশত্যাগী হয়ে ভারতের আশ্রয়ে আছেন মুজিবকন্যা। এবার হাসিনা জানালেন, তিনি এবং তাঁর অধুনা নিষিদ্ধ দল আওয়ামি লিগের সিনিয়র নেতারা আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে ভারত থেকে নিজেদের দেশে ফিরে আদালতের কাছে আত্মসমর্পণ করার পরিকল্পনা করছেন। জীবনের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন শেখ হাসিনা। তাঁর এই পদক্ষেপ ঘিরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোড়ন তৈরি হতে চলেছে।

২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট তীব্র সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মুখে সেনাপ্রধানের পরামর্শে নিরাপত্তার স্বার্থে দেশ ছাড়েন হাসিনা। তারপর থেকে তিনি ভারতে আশ্রয় নিয়ে আছেন। এরপর ২০২৫ সালের নভেম্বরে ছাত্র আন্দোলন দমনে মানবতাবিরোধী ভূমিকার অভিযোগে বিচার হয় তাঁর। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়। শেখ হাসিনা অবশ্য শুরু থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।

বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া প্রায় এক ঘণ্টার এক দীর্ঘ টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ৭৮ বছর বয়সি বাংলাদেশের নেত্রী বলেন, দেশে ফেরার পর তারা আমাকে গ্রেফতার করতে পারে, এমনকী মেরেও ফেলতে পারে। তবুও আমাকে যেতেই হবে। আমার দলের নেতা-কর্মীদের ওপর চরম নির্যাতন চালানো হচ্ছে। মৃত্যু যদি আসেই, তবে আমি চাই তা যেন আমার নিজের মাটিতেই আসে— যেখানে আমার বাবা-মা সমাহিত আছেন এবং যেখানে তাঁদের রক্ত মিশে আছে। শেখ

হাসিনার এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল যখন ঢাকা লাগাতারভাবে নয়াদিল্লির কাছে তাঁর প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়ে আসছে। এর আগে তিনি দেশে ফেরার কথা বললেও এবারই প্রথম জনসমক্ষে ডিসেম্বরের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করলেন এবং দলের সিনিয়র নেতাদের আত্মসমর্পণ করার পরিকল্পনার কথা জানালেন।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শেখ হাসিনার সাথে দেশে ফিরে আত্মসমর্পণকারীদের তালিকায় প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও থাকতে পারেন, যিনি নিজেও হাসিনার মতোই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে শাসনক্ষমতায় থাকার পর ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন শেখ হাসিনা। ভারতের মাটিতে তাঁর আশ্রয় নেওয়ার ঘটনাটি ঢাকা ও নয়াদিল্লির দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বড় ধরনের টানাপোড়েন তৈরি করে। প্রথমে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার— উভয় আমল থেকেই ভারতকে বারবার শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে। তবে শেখ হাসিনা রয়টার্সকে স্পষ্ট জানিয়েছেন, দেশে ফেরার বিষয়ে তিনি কোনও বিদেশি সরকারের সাথে পরামর্শ করেননি। তিনি বলেন, ঢাকার কর্তৃপক্ষ আমাকে ফিরিয়ে নিতে চায় এবং তারা ভারতকে বারবার চিঠি পাঠাচ্ছে। তবে আমি নিজেই চলে যাব। অন্যদিকে, ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, তারা বাংলাদেশের এই প্রত্যর্পণ অনুরোধটি খতিয়ে দেখছে। গত এপ্রিলে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই বিষয়ে বলেছিলেন, অনুরোধটি আমাদের চলমান বিচারবিভাগীয় ও অভ্যন্তরীণ আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা এই বিষয়ে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে গঠনমূলকভাবে আলোচনা চালিয়ে যাব। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতের বিদেশমন্ত্রী ঢাকার নতুন সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শেখ হাসিনা রয়টার্সকে বলেন যে, তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চান। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, আইনি প্রক্রিয়া শুরু হলেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে তাঁর বিরুদ্ধে আনা মামলাগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন, আমি বিচারে বিশ্বাস করি। আমার মনে হয় একবার আইনি প্রক্রিয়া শুরু হলে মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এই আদালত কতটা প্রহসনমূলক রায় দিয়েছে। এবং আমি সেটাই প্রমাণ করতে চাই।

'বিজেপি নেতাদের হোমওয়ার্ক করা উচিত'

অস্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রের সাফল্যের দাবি ওড়াল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি : ভারতে ইউরেনিয়াম সরবরাহের বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমলের একটি যুগান্তকারী সাফল্য হিসেবে দাবি করেছে বিজেপি। শুক্রবার এই দাবির তীব্র বিরোধিতা করে সরব হয়েছে কংগ্রেস। প্রধান বিরোধী দলের বক্তব্য, ইউরেনিয়াম আমদানির এই প্রক্রিয়া বহু বছর আগে পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের আমলেই শুরু হয়েছিল। কংগ্রেস জানিয়েছে, ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে স্বাক্ষরিত ভারত-আমেরিকা অসামরিক পারমাণবিক চুক্তির পর ২০১১ সালের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড ভারতের কাছে ইউরেনিয়াম বিক্রির বিষয়ে তাঁর লেবার পার্টির অনুমোদন আদায় করেছিলেন। বিজেপি আইটি সেলের স্বভাবসিদ্ধ ভুয়ো প্রচারের প্রেক্ষিতেই জবাব দিল কংগ্রেস। বিজেপি আইটি সেলের অমিত মালব্য দাবি করেছিলেন, মোদির নেতৃত্বেই ভারত ও অস্ট্রেলিয়া ইউরেনিয়াম রপ্তানির চুক্তিটি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের মধ্যে বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটি

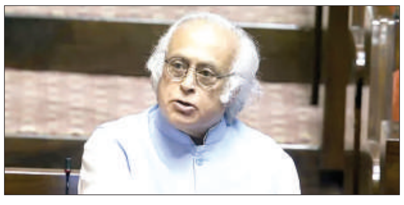

অসামরিক পারমাণবিক শক্তি চুক্তি-সহ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বিজেপির দাবি খারিজ করে বলেন, বিজেপির নিজস্ব ইকোসিস্টেম বা সমর্থক গোষ্ঠী অস্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম রপ্তানির বিষয়টিকে মোদি যুগের কৃতিত্ব হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'এক্স'-এ একটি পোস্টে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, ২০০৮ সালের অক্টোবরে ভারত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তির ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড ভারতের কাছে ইউরেনিয়াম বিক্রির জন্য তাঁর দলের অনুমোদন পেয়েছিলেন। বিজেপি নেতাদের হোমওয়ার্ক আরও ভালো করে করা উচিত বলে কটাক্ষ করেছেন রমেশ। ২০১১ সালের ডিসেম্বরের কিছু সংবাদ প্রতিবেদনের স্ক্রিনশটও শেয়ার করেন তিনি, যেখানে দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার লেবার পার্টি ভারতের কাছে ইউরেনিয়াম বিক্রির পথ উন্মুক্ত করার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। এর আগে অমিত মালব্য 'এক্স'-এ দাবি করেছিলেন, ভারত পারমাণবিক অস্ত্র অপ্রসারণ চুক্তিতে স্বাক্ষর না করার কারণে ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে ইউরেনিয়াম বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই এখন এই চুক্তি সম্ভব হয়েছে। এর জবাবে জয়রাম রমেশ মনে করিয়ে দেন, কংগ্রেস যেখানে দেশের ইতিহাসে 'টার্নিং পয়েন্ট' বা মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত তৈরি করেছিল, সেখানে বিজেপি কেবল 'ইউ-টার্ন' নেওয়ার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন, ভারত-অস্ট্রেলিয়ার এই অসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তিটি আসলে সম্ভব হয়েছে ২০০৮ সালের ৮ অক্টোবর কার্যকর হওয়া ভারত-মার্কিন পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তির কারণে, যার তৎকালীন সময়ে তীব্র বিরোধিতা করেছিল এই বিজেপিই।

অস্ট্রেলিয়ায় সফর ঘিরে উত্তেজনা

ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে হেনস্থার চেষ্টা উগ্রবাদীর

মেলবোর্ন: অস্ট্রেলিয়ায় দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের প্রথম দিনেই চরম হেনস্থার মুখে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার মেলবোর্নের একটি অভিজাত হোটেলে নিরাপত্তা বেষ্টনী গলে ঢুকে পড়ে উগ্র দক্ষিণপন্থী ও অভিবাসী-বিরোধী এক বিক্ষোভকারী প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত আপত্তিকর ও বর্ণবাদী স্লোগান দেয়। এখানেই শেষ নয়, পরের দিন বৃহস্পতিবারও মেলবোর্নের মার্ভেল স্টেডিয়ামে প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে মোদির ভাষণ দেওয়ার কর্মসূচিটিও ব্যাহত করার চেষ্টা করে ওই একই ব্যক্তি। তবে উৎসবমুখর ভারতীয়দের বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাকে শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা গেছে, প্রধানমন্ত্রী যখন হোটেলের লবিতে রেড কার্পেট দিয়ে হেঁটে আসছিলেন, ঠিক তখনই ওপরের তলা থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে চিৎকার করতে শুরু করে ওই বিক্ষোভকারী। অনলাইন দুনিয়ায় 'অসপিল' নামে পরিচিত এবং হুগো লেনন (২২) হিসেবে চিহ্নিত ওই যুবক ওপর থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'মোদি দূর হটো! এটা অস্ট্রেলিয়া। আমাদের আর কোনও ভারতীয়ের প্রয়োজন নেই। আমরা কোনও অভিবাসন চাই না। এই দেশ শুধু অস্ট্রেলীয়দের জন্য।' পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পুলিশ দ্রুত লেননকে ঘিরে ফেলে এবং স্লোগান দেওয়া অবস্থাতেই তাকে প্রথম তলার বারান্দা থেকে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। ভিক্টোরিয়া পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ এক যুবক হোটেলে ঢুকে রাজনৈতিক স্লোগান দিচ্ছিল, পুলিশ কোনও ঝামেলা ছাড়াই তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তবে অত্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও লেনন কীভাবে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান জানতে পারল, সে-বিষয়ে পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

পার্থ সেনের পরিচালনায় মুক্তি পেতে চলেছে নতুন বাংলা ওয়েব সিরিজ 'কলকাতা কোলাজ'। একে একে সামনে আসছে চরিত্রগুলোর প্রথম ঝলক। অভিনয়ে অর্পণ ঘোষাল, রব দে, শ্রীজলা গুহ, বাসবদত্ত চট্টোপাধ্যায়, দুলাল লাহিড়ী, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, অনন্যা সেন প্রমুখ

বিজন ঘরে তীজন

পাণ্ডবাণীর কিংবদন্তি শিল্পী তীজন বাঈ। তাঁর স্বর এবং সুর পৌঁছে গিয়েছিল বৃহত্তর মঞ্চে। তাঁর কণ্ঠে এই লোকগান শুধু মহাভারতের পুনর্কথন ছিল না, তা ছিল এক নারীর জীবনসংগ্রাম ও জয়ের গল্প। ৫ জুলাই তিনি চিরবিদায় নিলেন। স্মরণ করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

অক্ষরজ্ঞান ছিল না। তবে দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হননি। কণ্ঠে পেয়েছিলেন সুর। সেই সুর এবং অনন্য গায়কী দিয়ে জয় করেছিলেন তামাম সঙ্গীতপ্রেমীদের হৃদয়। তিনি তীজন বাঈ। পাণ্ডবাণী লোকগানের কিংবদন্তি শিল্পী। পাণ্ডবাণীর আক্ষরিক অর্থ পাণ্ডবদের গান-গল্প। একটি লোকগানের শৈলী। এই শিল্পমাধ্যমকে তিনি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালে জন্ম। ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলার গনিয়ারি গ্রামে। শৈশব কেটেছে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে। মাতামহ ব্রিজলাল পারধি ছিলেন গুণী শিল্পী। মহাভারতের কাহিনি গাইতেন, অভিনয় করতেন। ছোট্ট তীজন সেই গল্প বুঁদ হয়ে শুনতেন। মনে মনে হয়ে যেতেন এক-একটি চরিত্র। কখনও কখনও একাধিক চরিত্র জাঁকিয়ে বসত তাঁর ভিতরে। তিনি প্রতিটি চরিত্র যাপন করতেন নিজের মতো করে। এইভাবে শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে যেত। তারপর নিঃশব্দে নিজের মধ্যে সেই কাহিনি পুনর্গঠন করতেন।

কিন্তু স্বপ্ন এবং বাস্তবের মধ্যে বিস্তর ফারাক। মাত্র ১২ বছর বয়সেই তীজনের বিয়ে হয়ে যায়। সেই সময় নারীদের জন্য সমাজের নিয়ম ছিল কঠোর। মঞ্চে গান গাওয়ায় ছিল আপত্তি। তবু তীজন থামেননি। ১৩ বছর বয়সে প্রথম মঞ্চে ওঠেন। ১০ টাকা সাম্মানিকে শুরু করেন পেশাদার শিল্পীজীবন। তিনি যে ভঙ্গিতে গাইতেন, তা ছিল প্রচলিত নিয়মের বিরোধী। দুটি প্রধান ধারা ছিল পাণ্ডবাণীর। 'বেদমতী' ও 'কাপালিক'। নারীরা সাধারণত বসেই 'বেদমতী' শৈলীতে গাইতেন। কিন্তু তীজন বেছে নিয়েছিলেন বিপরীত পথ। তারযন্ত্র হাতে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সমগ্র শরীর হয়ে উঠেছিল ভাষা। তাঁর চোখ জ্বলে উঠেছিল। তাঁর কণ্ঠ হয়ে উঠেছিল যুদ্ধের ঘোষণা। মঞ্চে তাঁর দাপুটে উপস্থিতি দেখে গ্রামের সমাজপতিরা গেল-গেল রব তুলেছিলেন! তাঁরা ভেবেই ছিলেন, পারধি উপজাতির এই মেয়েটিকে কিছুতেই বাড়তে দেওয়া যায় না। তাঁরা তীজনকে সমাজচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কিন্তু আগুনকে কি সহজে নেভানো যায়? আটকানো যায় ফুলের সুবাস? সমাজের কাছ থেকে পাওয়া তীব্র অসম্মান তীজনের শিল্পকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলল। তম্বুরা হাতে গলা ছেড়ে গাইতে থাকলেন।

ধীরে ধীরে তাঁর স্বর এবং সুর পৌঁছে গেল বৃহত্তর মঞ্চে। নাট্যব্যক্তিত্ব হাবিব তনবীর তাঁর প্রতিভা চিনতে পারলেন। সেই থেকে তীজনের যাত্রা নিল নতুন মোড়। তিনি পৌঁছলেন বড় আসরে, আলো ঝলমলে শহরে, তারপর দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক-সহ ১৫টি দেশে তিনি পাণ্ডবাণী পরিবেশন করলেন। ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল ভিন্ন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠের আবেগ ভাসিয়ে দিল সবাইকে। দর্শকেরা বুঝলেন, এটা শুধু একটা গল্প নয়, এটা মানবজীবনের এক চিরন্তন অভিজ্ঞতা। আসলে তাঁর পরিবেশনা ছিল এক বিস্ময়। একটি মাত্র তম্বুরা— কখনও সেটি ভীমের গদা, কখনও অর্জুনের ধনুক, কখনও দ্রৌপদীর অসহায়তার প্রতীক। তিনি যখন ভীম হতেন, তখন তাঁর শরীরী ভাষায় এক অদম্য শক্তি ফুটে উঠত, যখন দ্রৌপদী হতেন, তখন তাঁর চোখে জলের রেখা, যখন তিনি অর্জুন, তখন তাঁর কণ্ঠে দেখা যেত দ্বিধা ও সংকল্পের মিশ্রণ। পাণ্ডবাণী তীজনের হাতে হয়ে উঠেছিল এক সম্পূর্ণ নাট্যমাধ্যম— যেখানে সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক, শরীরী ভাষা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তিনি পাণ্ডবাণী পরিবেশন করেছিলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সামনেও।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের হাত থেকে পদ্মভূষণ গ্রহণ করছেন তীজন বাঈ

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তীজন বাঈকে পদ্মবিভূষণ প্রদান করছেন

বেশকিছু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন তীজন। ১৯৮৮ সালে পদ্মশ্রী, ১৯৯৫ সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, ২০০৩ সালে পদ্মভূষণ, ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক ফুকুওকা পুরস্কার, ২০১৯ সালে পদ্মবিভূষণ। চলচ্চিত্র পরিচালক শ্যাম বেনেগালের টেলিভিশন ধারাবাহিক 'ভারত এক খোঁজ'-এও তিনি অংশ নেন, যার ফলে পাণ্ডবাণী আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। যদিও নিজের খ্যাতি নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা ছিল না তাঁর। তিনি আজীবন দেখিয়েছেন, লোকশিল্প কোনও প্রান্তিক শিল্প নয়; এটা সভ্যতার মূল স্রোতের অংশ। একজন নারীও এই শিল্পের কেন্দ্রে থাকতে পারেন, নেতৃত্ব দিতে পারেন, নতুন ভাষা তৈরি করতে পারেন।

ব্যক্তিগত জীবনের নানা স্তরে সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েছেন। অত্যাচারিত হয়েছেন। সংসার ভেঙেছে। চলে গেছে আদরের সন্তান। তবু হার মানেননি। দায়বদ্ধ থেকেছেন শিল্পের কাছে। কারণ, এই শিল্পই তাঁকে সমস্তরকম প্রতিকূলতা থেকে বাঁচতে সাহায্য করেছে। তাঁর জীবনযাপন ছিল সাদামাটা। হাওয়াই চটি, সস্তার সিন্থেটিকের শাড়ি পরে অভিজাত হোটেলে উঠতেন। অবসরে স্থানীয় লৌহ কারখানায় কাজ করাও চালিয়ে যান।

কলকাতার সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। বহুবার এসেছেন। কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রসদনে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির নাট্যমেলা তিনি উদ্বোধন করেছেন। তারপর পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মহানগরের দর্শকদের সামনে পরিবেশন করেছেন পাণ্ডবাণী। কলকাতায় তাঁর শেষ অনুষ্ঠান ২০২২ সালে, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ। নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। দিয়েছেন সুরের পাঠ। সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে রয়েছেন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা।

দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন তীজন বাঈ। প্রায় তিন বছর ভালো ভাবে কথা বলতে পারেননি। যে তম্বুরা হাতে নিলে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে যেত শরীরে, সেটা কয়েক বছর ধরে ছুঁয়ে দেখতে পারেননি। ৭০ বছর বয়সে, ২০২৬-এর ৫ জুলাই, চিরবিদায় নিলেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, শিল্প কখনও শুধুমাত্র বিনোদন নয়, এটা এক ধরনের অস্তিত্বের ঘোষণা। তাঁর কণ্ঠে পাণ্ডবাণী শুধু মহাভারতের পুনর্কথন ছিল না, তা ছিল এক নারীর নিজের গল্প, নিজের জীবনসংগ্রাম ও জয়ের গল্প। ভারতীয় লোকসংস্কৃতি যতদিন থাকবে, ততদিন থেকে যাবে তাঁর নাম।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

11 July, 2026 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

বর্ষা মানেই জলবাহিত অসুখের বাড়বাড়ন্ত। ডায়েরিয়া, পাকস্থলীর ফ্লু, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, কফ, কাশির চোখরাঙানি। বিশেষ করে নবজাতক থেকে পাঁচবছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা এই ঋতুতে ভীষণ ভোগে। মায়েরা কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। বর্ষাকালে শিশুকে নিয়ে অনেক বেশি সতর্কতা জরুরি, সেই সঙ্গে সঠিক পুষ্টিরও। কীভাবে শিশুকে রাখবেন সুস্থ-সবল লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

বর্ষাকালে শিশুর সাবধানতায়

বর্ষা মানেই মায়েদের চিন্তার শেষ নেই। সদ্যোজাত থেকে পাঁচবছর— আজ পেটখারাপ তো কাল বমি তো পরশু জ্বর। উনিশ থেকে বিশ হলেই শরীর খারাপ। বিশেষ করে পেটের সমস্যা। বাড়িতে থাকা শিশুর ক্ষেত্রে কিছুটা খেয়াল রাখা গেলেও যাঁরা স্কুলে যায় তাঁদের তো কোনও না কোনও শরীর খারাপ লেগেই থাকে। শরীরে রোগপ্রতিরোধ শক্তি কমজোরি হয়ে পড়ে। অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা, স্থবির জল, উপচে পড়া ড্রেন, মশার পাল— ফলে জলবাহিত রোগেরা নিজেদের হাত-পা ছড়ায়।

বর্ষায় শিশুর গ্যাস্ট্রোএন্টাইটিস

বিশেষ করে সদ্যোজাত থেকে একবছরের শিশুদের ক্ষেত্রে বর্ষাকাল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। গ্যাস্ট্রোএন্টাইটিস বা পাকস্থলীর ফ্লু এই সময় খুব কমন শিশুদের মধ্যে। এটি রোটাভাইরাস বা ফুড পয়জনিং ব্যাকটেরিয়া থেকে সৃষ্টি হয়। যে শিশুরা ফর্মুলা দুধের চেয়ে বেশি মাতৃদুগ্ধ পান করে তাঁদের সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু তাও হয় কম-বেশি। দূষিত খাবার, জল থেকে আসা সংক্রমণের কারণে এটি হয়। এর ফলে অন্ত্রে প্রদাহ বা ইনফেকশন হয়। হঠাৎ জল বা তরল ডায়েরিয়া, ঘন ঘন বমি, পেটে খিঁচুনি বা ব্যথা, জ্বর, ঘ্যানঘ্যান করে বাচ্চা, বেশ দুর্বল হয়ে যায়। ডায়েরিয়া হলেই শরীর থেকে জল কমে যায় শিশুর জন্য যা বিপজ্জনক। ডিহাইড্রেশন ঠেকাতে বারবার শিশুকে ওরাল স্যালাইন দিন বা জল খাওয়ান। খাবার হজম করা কঠিন হয়ে যায় তাই হালকা খাবার যেমন— খিচুড়ি, কলা, দই ও ভাতের মাড় দিন। ফর্মুলা দুধ যদি বাচ্চার রোজ খাওয়ার অভ্যেস থাকে তবে আপাতত বন্ধ রাখুন। অবশ্যই জল ফুটিয়ে দিন। যদি শিশুর ডায়েরিয়া ২-৩ দিনের বেশি স্থায়ী হয়, জ্বর আসে চিকিৎসকের কাছে যান।

ছত্রাকের সংক্রমণ

পরিবেশের আর্দ্রতার কারণে শিশুর কচি ত্বকে ফাঙ্গাস বা ছত্রাকজনিত ইনফেকশন ও র‍্যাশ হতে পারে। ত্বকের বিভিন্ন ভাঁজে ভাঁজে ঘাম জমে, লালচে ভাব দেখা দেয়, ছোট ছোট লাল লাল ফুসকুড়ি ছড়িয়ে পড়ে। তাই এই সময় শিশুর শরীর সর্বদা শুকনো ও পরিষ্কার রাখুন। বগল, গলা এবং পায়ের ভাঁজগুলো ভালভাবে মুছে দিন। শিশুর বিছানা শুকনো, পরিষ্কার রাখুন। যে ঘরে বাচ্চা আছে সেই ঘর গরম এবং শুকনো রাখতে হবে এবং যেন ভাল করে আরও বাতাস চলাচল করে অর্থাৎ ড্যাম্প ধরা ঘরে রাখবেন না। ছোট্ট শিশুর বারবার ইউরিনে ডায়াপার দ্রুত ভিজে যায় তাই চেক করুন এবং ডায়াপার বদলে দিন এক থেকে দু'ঘণ্টা অন্তর। যদি সংক্রমণ হয়ে যায় তবে ভেজা কাপড় বা ওয়াইপস দিয়ে শরীর মুছে নরম সুতির কাপড় দিয়ে আলতো করে শুকনো করুন। সদ্যোজাত ক্ষেত্রে পেডিয়াট্রিশিয়ানের পরামর্শ নিন। বাড়িতে থাকা বড়দের কোনও অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিম বা মলম লাগাবেন না। দিনের কোনও একটা সময় বাচ্চাকে ডায়াপার ছাড়া কিছুক্ষণ রাখুন।

বর্ষায় মশার কামড়ে

বর্ষায় সদ্যোজাত বা নবজাতকের মশার কামড় থেকে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং চিকুনগুনিয়ার মতো মারাত্মক রোগ হতে পারে। এই অসুখগুলো শিশুদের জন্য খুব ক্ষতিকর। এমনিতেই শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। তাই নবজাতক হোক বা তার চেয়ে একটু বড় যারা স্কুল যায় তাঁদের মশার কামড় থেকে বাঁচাতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মশারিতেই রাখুন সারাক্ষণ। এই সময় বাচ্চাকে ফুলহাতা জামা, পুরো পা ঢাকা পোশাক পরান। বাড়ির আশপাশে জমা জল, নর্দমা, ফুলের টবে জল জমে থাকলে তা পরিষ্কার রাখুন। সন্ধ্যের আগে বাচ্চার ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে দিন। জানলায় নেট ব্যবহার করুন। মশা তাড়ানোর ক্রিম ব্যবহার শিশুকে বা বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানোর সময় লাগিয়ে দিন খোলা অংশে। তবে পেডিয়াট্রিশিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। এরপরেও যদি বাচ্চা কোনওভাবে আক্রান্ত হন। ত্বকে লালচে ফুসকুড়ি বা লাল ছোপ, পুরোদিন বেশ অনেকটা গা গরম, একশোর ওপর জ্বর থাকে, শিশুর মায়ের দুধ কম খাওয়া, দুধ তুলে দেওয়া বা বমি, সারাদিন শিশুর কান্না এবং ঘ্যানঘ্যানে ভাব না থামে, শিশু ঝিমিয়ে থাকে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

বর্ষায় ঠান্ডা লেগে বুকে কফ, কাশি

নবজাতক হোক বা একটু বড় বাচ্চা এই ঋতুতে ভাইরাল সংক্রমণ হবেই। গা ঘসঘসে, বুকে জমাট কফ, নাকে ঘন সর্দি এবং হুপিং কাশির মতো কাশি ছোট বাচ্চাদের এই ঋতুর কমন সমস্যা। এমনটা হলে বুকের দুধ বেশি করে খাওয়াতে থাকুন, সারাদিন কারণ মাতৃদুগ্ধ শিশুর রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করবে পাশাপাশি কফ তরল হতে সাহায্য করবে। নাক একেবারেই বন্ধ থাকলে শ্বাস নিতে সমস্যা হবে শিশু না ঘুমোতে পারবে, না স্থির থাকবে, একটানা কাঁদবে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শে স্যালাইন ন্যাজাল ড্রপ দিন। এটি নাকের কফ নরম করবে, শিশুর শ্বাস নেওয়া সহজ হবে। বাথরুমের গরম জলে স্নানের আগে ওই বাষ্পের সামনে খানিকটা সময় বসিয়ে রাখুন। এতেও বুকের কফ আলগা হবে। কফ এবং সর্দির জীবাণু যাতে নতুন করে বাচ্চার শরীরে সমস্যা তৈরি না করতে পারে বাচ্চার হাত পা পরিষ্কার রাখুন নিজের হাত পাও পরিষ্কার ডিজ ইনফেকটিভ করে রাখুন। জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শে ছ-ঘণ্টা অন্তর ওষুধ দিন। হজমের ওষুধ রোজ দিতে হবে।

বর্ষায় ৬ মাস থেকে শিশুর পুষ্টি

জন্ম থেকে ৬ মাস পর্যন্ত বাচ্চা ব্রেস্ট ফিড করে, এই পর্যায় মায়ের দুধ শিশুকে অনেক সমস্যা থেকে রক্ষা করে কিন্তু সলিড খাবার শুরু করা থেকে আসে যত বিপত্তি। বিশেষ করে বর্ষাকালে শিশুর খাওয়াদাওয়া নিয়ে সতর্ক থাকা খুব জরুরি না হলে একটানা পেটের সংক্রমণ হতে থাকবে। তাই যতদিন এবং যতবার হোক শিশুর চাহিদামতো মাতৃদুগ্ধ পান করান। এতে থাকা অ্যান্টিবডি, ইমিউনোগ্লোবিউলিন বাচ্চাকে বর্ষার ইনফেকশন, ডায়রিয়া থেকে বাঁচায়। এর পাশাপাশি জল সব সময় ফুটিয়ে ঠান্ডা করে বাচ্চাকে দিন। শিশুর বাসনকোসন স্টেরিলাইজড করুন খুব সাবধানতার সঙ্গে। কারণ বর্ষায় যে কোনও জায়গা থেকেই সংক্রমণ হতে পারে। রোজ সামান্য মাখন বা ঘিতে চাল, ডালের পাতলা খিচুড়ি দিন। পালংশাক খুব ভাল করে গরম জলে ধুয়ে পাতলা ঝোল বা ছোট্ট চিলা করে খাওয়ান। বিট, গাজর এগুলোর চিলা দিতে পারেন জলখাবারে। আলু, পেঁপে, গাজর সেদ্ধ করে চটকে মাখনে নেড়ে চেড়ে অল্প করে দিন। পাকা কলা, আপেল সেদ্ধ করে চটকে, পালংশাক সেদ্ধ করে চটকে মধু, সামান্য টকদই দিয়ে স্মুদি করে দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের খাবারে প্রোটিন, আয়রন, ভিটামিন এবং খনিজের ভালো উৎস। অল্প করে ছোট কমকাঁটাযুক্ত মাছ বা চিকেন সেদ্ধ করে চটকে মাখন ছড়িয়ে দিন। এগুলো শিশুর রোগ প্রতিরোগ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে অসুখবিসুখ কম হবে।

রূপে তোমায় ভোলাব না

রূপের প্রচলিত মানদণ্ডে তাঁরা কখনওই ‘সুন্দরী’ বলে বিবেচিত হননি। ছোটবেলা থেকে কটূক্তি, অবহেলা আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু সমাজের সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করে তাঁরাই একদিন গড়ে তুলেছেন নিজেদের অনন্য পরিচয়। সংগ্রাম, আত্মবিশ্বাস এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে হাতিয়ার করে তাঁরা হয়ে উঠেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুপ্রেরণা। এমনই দুই অসাধারণ নারীর জীবনকাহিনি নিয়ে লিখেছেন

কাকলি পাল বিশ্বাস

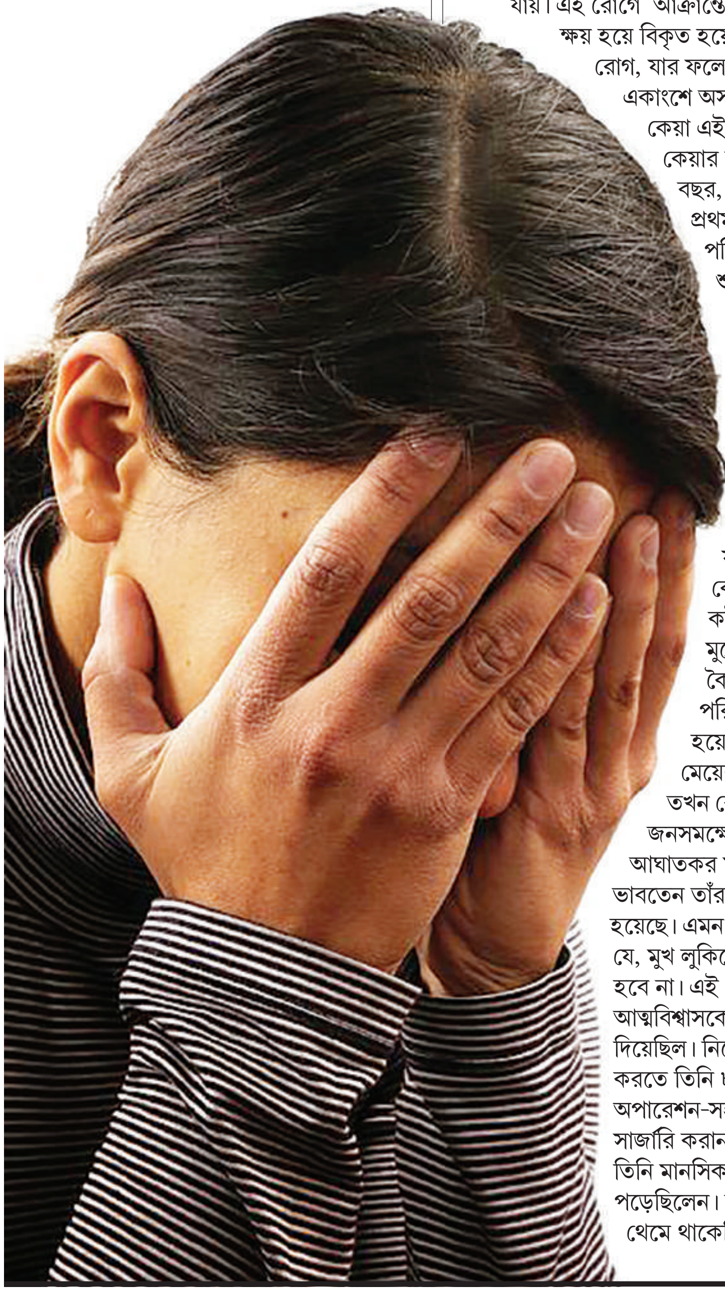

সৌন্দর্যের প্রচলিত সংজ্ঞার বাইরে থেকেও তাঁরা প্রমাণ করেছেন, মানুষের আসল পরিচয় তার চেহারায় নয়, তার সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং লড়াইয়ের ক্ষমতায়। জীবনের পথে অসংখ্য অপমান, কটূক্তি ও বাধাকে সঙ্গী করেও তাঁরা থেমে যাননি। বরং নিজেদের সাফল্য ও ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে হয়ে উঠেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুপ্রেরণা। এমনই দুই অসাধারণ নারীর গল্প।

কেয়া মালাভিয়া

কিছু কিছু গল্প থাকে, যা শোনার পরও দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মনে থেকে যায়। কারণ সেই গল্পগুলো কেবল একজন মানুষের জীবনের কথা বলে না, বরং অসংখ্য মানুষের না-বলা অনুভূতি, সংগ্রাম এবং আত্মবিশ্বাসের গল্পকেও তুলে ধরে। প্যারি-রমবার্গ সিনড্রোমে আক্রান্ত কেয়া মালাভিয়ার জীবনযাত্রাও ছিল তেমনই এক গল্প। পেরি-রমবার্গ সিন্ড্রোম একটি খুব বিরল রোগ। এটি মুখের একপাশের ত্বক, চর্বি, পেশি এবং হাড়কে ধীরে ধীরে ছোট ও নষ্ট করে দেয়। এই অবস্থাকে হেমিফেসিয়াল অ্যাট্রোফিও বলা হয়। সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর বয়সের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্তের একপাশের মুখের ক্ষয় হয়ে বিকৃত হয়ে যায়। একটি বিরল রোগ, যার ফলে ধীরে ধীরে মুখের একাংশে অসামঞ্জস্যও তৈরি হয়। কেয়া এই বিরল রোগের শিকার। কেয়ার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন তার বাবা-মা প্রথম তার মুখের কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। শুরুতে পরিবর্তনগুলো খুব একটা চোখে পড়ত না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং চিকিৎসকরা জানান, তিনি প্যারি-রমবার্গ সিনড্রোমে আক্রান্ত। এই অবস্থার কারণে যত বড় হতে থাকে কেয়া নানা ধরনের প্রশ্ন, কষ্টদায়ক মন্তব্যের মুখোমুখি হতে হয়। কৈশোরে পৌঁছনোর পর পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে। যখন অন্য মেয়েরা সৌন্দর্য সচেতন তখন কেয়া মুখ লুকোয়। জনসমক্ষে মানুষের অপলক দৃষ্টি, আঘাতকর মন্তব্য, কেউ কেউ ভাবতেন তাঁর কোনও ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে। এমন কথাও শুনতে হয়েছে যে, মুখ লুকিয়ে না রাখলে তার বিয়ে হবে না। এই ধরনের মন্তব্য তাঁর আত্মবিশ্বাসকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। নিজের চেহারা ঠিক করতে তিনি ৮ ঘণ্টার একটি বড় অপারেশন-সহ মোট তিনটি কঠিন সাজারি করান। প্রথম সাজারির পর তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তবে গল্পটি সেখানেই থেমে থাকেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, বন্ধুদের সমর্থন এবং নিজের ভেতরের অদম্য শক্তির জোরে কেয়া আবার নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে কেয়া বুঝতে পারেন যে মানুষের কথায় কষ্ট পাওয়ার কোনও মানে নেই। আজ তিনি নিজের জীবনের গল্প সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরে অসংখ্য মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, একজন মানুষের মূল্য কখনও তাঁর বাহ্যিক চেহারা দিয়ে বিচার করা যায় না। একটি সমাজ মাধ্যমে কেয়ার গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর, তা পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন।

শত শত মানুষ জানিয়েছেন, কেয়ার গল্প তাঁদের নিজেদের জীবনকে নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করেছে। অনেকেই বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের চেহারা, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা নিয়ে যে লড়াই তাঁরা করে এসেছেন, সেই সংগ্রামে তাঁরা প্রথমবারের মতো নিজেদেরকে আর একা মনে করছেন না। অনেকের কাছেই কেয়া শুধু একজন গল্পের চরিত্র ছিলেন না, তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক বিশ্বাসের প্রতীক, যে বিশ্বাসে নিজেকে গ্রহণ করা সম্ভব, সুস্থ হয়ে ওঠা সম্ভব এবং নিজের প্রতি আস্থা ফিরে পাওয়াও সম্ভব। ধীরে ধীরে সবার কাছে তাঁর গল্পটি পৌঁছে যাওয়ার ফলে অনলাইন কাজের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হতে থাকে কেয়ার। তার অনুসারীর সংখ্যা বাড়ে, একাধিক সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হয় এবং তার বার্তা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর পথ খুলে যায়। কেয়ার নিজের পায়ের তলার জমি শক্ত করে। এখনও আরও বেশ কিছু সাজারি বাকি রয়েছে কেয়ার। আরও লড়াই বাকি। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী কেয়া ভেঙে তো পড়েনই নি অন্য মানুষের কাছে আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণার উৎস হতে পেরেছে।

কেয়া মালাভিয়া

ভিক্টোরিয়া রাইট

কিছু মানুষ তাঁদের কষ্ট বয়ে বেড়ান অন্তরে। আর কিছু মানুষের জীবনে সেই কষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁদের চেহারাতেই। ভিক্টোরিয়া রাইট ছিলেন তাঁদেরই একজন।

একটি বিরল জিনগত রোগ, চেরুবিজম নিয়ে জন্মেছিলেন ভিক্টোরিয়া। এই রোগের কারণে তাঁর চোয়ালের হাড় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মাথার ওজনও অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। বয়স বাড়ার আগেই তাঁর চেহারা তাঁকে অন্যদের কৌতূহল, বিদ্রুপ এবং নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল।

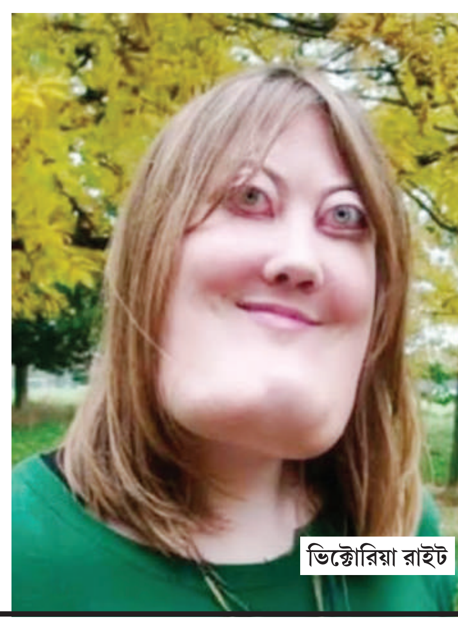

ভিক্টোরিয়া রাইট

প্রথমে ছিল মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি, তারপর ফিসফাস, আর শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য কটূক্তি। সহপাঠীরা তাঁকে এমন সব নামে ডাকত, যা কোনও শিশুরই শোনা উচিত নয়। এমনকী অনেক প্রাপ্তবয়স্কও তাঁর চোখের দিকে তাকানোর বদলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

শুধু মানসিক আঘাত নয়, প্রতিদিন তাঁকে লড়তে হয়েছে শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গেও। ঘাড়ের তীব্র ব্যথা, চোয়ালে অসহনীয় চাপ, একের পর এক অস্ত্রোপচার এবং দীর্ঘ চিকিৎসা ছিল তাঁর জীবনের অংশ। চিকিৎসকেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি হয়তো দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারেন, চলাফেরায় সমস্যা হতে পারে, আর তাঁর জীবন কখনও তথাকথিত ‘স্বাভাবিক’ হবে না। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই যেন বাস্তব হয়ে ছিল। হাঁটা, শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা কিংবা জনসমক্ষে স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হওয়া— সবকিছুই তাঁর কাছে ছিল প্রতিদিনের এক কঠিন সংগ্রাম।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। বয়ঃসন্ধিকালে রোগটির অগ্রগতি ধীর হয়ে গেলে তিনি নিজেকে আড়াল করে রাখার পথ বেছে নেননি। বরং তিনি সাহসের সঙ্গে সামনে এগিয়ে এসেছেন।

নিজের চেহারা লুকিয়ে না রেখে, তিনি সেটিকেই নিজের পরিচয়ের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও কুসংস্কারের কাছে হার না মেনে, তিনি নিজের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করেছেন। ভিক্টোরিয়া তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা মানুষের সামনে তুলে ধরতে শুরু করেন— সহানুভূতি পাওয়ার জন্য নয়, বরং মানুষকে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দেওয়ার জন্য। তিনি সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, দৃশ্যমান ভিন্নতা কোনও ত্রুটি নয়; এগুলো মানুষের জীবনেরই একেকটি গল্প, যা শরীরের ওপর স্পষ্টভাবে লেখা থাকে। একটা সময় ধীরে ধীরে ভিক্টোরিয়া বিরল রোগে আক্রান্ত মানুষদের পক্ষে একজন গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন। একসময় যে যন্ত্রণা তাঁকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতাকেই তিনি রূপ দিয়েছেন সহমর্মিতা ও শক্তিতে। তিনি তাঁদের পাশে দাঁড়ান, যারা নিজেদেরকে অবহেলিত বলে মনে করে শুধুমাত্র নিজেদের চেহারার অস্বাভাবিকতার কারণে। ভিক্টোরিয়ার জীবনের সবচেয়ে বড় কষ্টই আজ তাঁর সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ভিক্টোরিয়ার গল্প কোনও রোগকে জয় করার গল্প নয়। এটি এমন এক নারীর গল্প, যিনি কখনও তাঁর রোগকে নিজের মূল্য নির্ধারণ করতে দেননি।

কারণ সৌন্দর্যের কোনও অভাব তাঁর মধ্যে কখনও ছিল না। শুধু পৃথিবীকে শিখতে হয়েছে, কীভাবে সেই সৌন্দর্যকে সত্যিই দেখতে হয়।

মাঠে ময়দানে

11 July, 2026 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভিশন ২০২৮-এর সিনিয়র ও অনূর্ধ্ব ২৩-১৬ ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করল সিএবি। সিনিয়রদের মধ্যে আছেন করণ লাল, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল

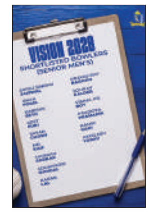

আরও একটা সিরিজ গেলেও সাফাই চলছেই

সাউদাম্পটন, ১০ জুলাই : বারবার ট্র্যানজিশনের কথা বলে ব্যর্থতাকে কার্পেটের তলায় লুকোনোর চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে জোড়া সিরিজে হারের পর ভারতীয় দল ও কোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ব্যাটিং ও বোলিং কিছুই ভাল হচ্ছে না। জসপ্রীত বুমরা ও হার্দিক পান্ডিয়ার অনুপস্থিতি গোটা দলকে নাড়িয়ে দিয়েছে এটা এখন স্পষ্ট।

বৃহস্পতিবারের হারের পর সিরিজ এখন ০-৩। শনিবার নিয়মরক্ষার চতুর্থ ম্যাচ। যা পরিস্থিতি তাতে ০-৪ হয়ে গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গম্ভীর বলেছেন, একটা দল নতুন করে গড়ে উঠতে সময় লাগে। কিন্তু বৈভব আর প্রিন্স যাদব ছাড়া সেই অর্থে নতুন কোথায়? তিনি বলেছেন, বৈভব ওপেন করছে। প্রিন্স নতুন বলে বল করছে। হরষিত রানা ফিরে এসেছে। ওদের একটু সময় দিতে হবে। রেজাল্ট অবশ্যই গুরুত্বপুর্ন। কিন্তু এক্ষেত্রে বাস্তবটাও বুঝতে হবে। সময় দিতে হবে। আর ইংল্যান্ড কঠিন দল। ওদের বিরুদ্ধে মানিয়ে নিতে ছেলেদেরও কিছুসময় দিতে হবে।

ভারতীয় কোচ যাই বলুন না কেন, ২০ ওভারের ম্যাচে ১২৫ রানে হার বা বৃহস্পতিবারের ৯ উইকেটে হার, তাও আবার ৬.১ ওভার বাকি থাকতে এসব মেনে নেওয়া কঠিন। শ্রেয়স আইয়ার হারের পর বলেছেন, একটা ট্র্যানজিশন পর্ব চলছে। আমরা ভুল করেছি। কিন্তু সমুদ্রপাড়ের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছি। আমরা ঠিক ঘুরে দাঁড়াব। কিন্তু কবে সেটাই প্রশ্ন।

আজ নিয়মরক্ষার শেষ ম্যাচ

আর একটা সিরিজ কিন্তু হাতছাড়া হয়েছে। এই ম্যাচে ভারত আগে ব্যাট করে তুলেছিল ১৫৮/৭। ৪৯ বলে ৮০ নট আউট ছিলেন শ্রেয়স। বৈভব এবার ১০ বলে ১৫ করে জোফ্রা আর্চারের শিকার। ইংল্যান্ড ১৩.৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয়। ফিল সল্ট ৫৯ রান করেছেন। হ্যারি ব্রুক ৭৯ নট আউট থেকে যান। এদিকে, চোটের জন্য এই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন বরুন চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা।

জকোর বিদায়, ফাইনালে সিনার

লন্ডন, ১০ জুলাই : তাঁর রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম বারবার অধরাই থেকে যাচ্ছে। চার বছর আগে ঠিক এই দিনেই সপ্তম উইম্বলডন খেতাব জিতেছিলেন নোভাক জকোভিচ। একই দিনে আরও একবার সেন্টার কোর্টে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে পেরে উঠলেন না সার্বিয়ান তারকা। সেমিফাইনালে তাঁকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার উইম্বলডন ফাইনালে উঠলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন জানিক সিনার। বিশ্বের এক নম্বর ইতালীয় তারকা জিতলেন ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে। এদিন প্ৰথম সেমিফাইনালে ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে চমক দেওয়া ব্রিটিশ তরুণ আর্থার ফেরির স্বপ্নের দৌড় থামিয়ে প্রথমবার উইম্বলডন ফাইনালে উঠলেন জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভ। গত মাসে ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ী জার্মান তারকা ৭-৬, ৬-২, ৬-৪ ফলে হারিয়ে দিলেন আর্থারকে। সেন্টার কোর্টে ঘরের ছেলের জন্য ছিল প্রচুর সমর্থন। তবে জেরেভের অভিজ্ঞতার কাছে হার মানেন ২৩ বছরের তরুণ।

বালোগুনকে ছাড়, কোয়ানসাকে কার্ড

তোপ প্রাক্তন রেফারিদের

মায়ামি, ১০ জুলাই : বিশ্বকাপে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। লাল কার্ড নিয়ে ফের বিতর্ক। ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার জ্যারেল কোয়ানসা মেক্সিকোর বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখায় ফিফা তাঁকে দুই ম্যাচ সাসপেনশন দিয়েছে। ইংল্যান্ডের শাস্তি কমানোর আবেদন মানা হয়নি। তা নিয়ে ক্ষুব্ধ ইংল্যান্ড শিবির। প্রশ্ন উঠছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফোনের পরে যদি আমেরিকার তারকা ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগুনের লাল কার্ডের শাস্তি প্রত্যাহার করে ফিফা, তাহলে ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে তা হবে না কেন?

নরওয়ের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে কোয়ানসাকে পাবেন না কোচ টমাস টুহেল। ইংল্যান্ড সেমিফাইনালে উঠলেও লিভারপুলের ডিফেন্ডার খেলতে পারবেন না। টুহেলের ক্ষোভ, যে কোনও নিয়মের ধারাবাহিকতা চাই। সেটা না থাকাই আমাদের অবাক করছে।

প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন ফিফা রিফারিরাও। ২০০২ থেকে ১৬ বছর ধরে ফিফা রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা জোনাস এরিকসন বলেছেন, মাঠের ঘটনায় তীব্রতা এবং আগ্রাসী মনোভাবের দিক থেকে যেহেতু বালোগুন ও কোয়ানসার ঘটনা দু'টি প্রায় একই পর্যায়ের ছিল, তাই বালোগুন যদি এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পান, তবে কোয়ানসারও একই শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। রেফারির কাছ থেকে সবাই সঠিক সিদ্ধান্ত আশা করেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা। বিশ্বকাপের ম্যাচ পরিচালনা করা আর এক প্রাক্তন রেফারি কিথ হ্যাকেট বলেছেন, প্রায় একই অপরাধে দু'রকম শাস্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। দোষ ফিফার।

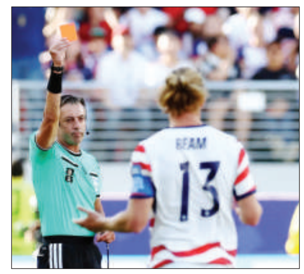

বিশ্বকাপে আজ

তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল
নরওয়ে বনাম ইংল্যান্ড
(রাত ২.৩০, মায়ামি)
চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল
আর্জেন্টিনা বনাম সুইজারল্যান্ড
(রবিবার সকাল ৬.৩০, কানসাস)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে

ভারত ২৮৫, স্মৃতির ৮৩

লন্ডন, ১০ জুলাই : ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের ব্যাটে ভর করে ভারত লর্ডস টেস্টের প্রথম দিন প্রথম ইনিংসে ২৮৫ রান করেছে। স্মৃতি ৮৩ ও হরমনপ্রীত ৫৮ রান করেন। দিনের শেষে ইংল্যান্ডের রান ২১/১। ইংল্যান্ড অধিনায়ক ন্যাট শিভার ব্রান্ট টসে জিতে ভারতকে আগে ব্যাট করতে দেন। ৭ ওভারের মধ্যে ৩৭ রানে ২ উইকেট চলে গিয়েছিল ভারতের। শেফালি ভার্মা ০ রানে ফিরে যান। তিনে নেমে যস্তিকা ভাটিয়া করেন ১২ রান। তবে স্মৃতির সঙ্গে জেমাইমা রডরিগেজ (৩৫) মিলে বিপর্যয় সামলান। পরে স্মৃতি ও হরমনপ্রীত দলের রানকে অনেকদূর টেনে নিয়ে যান। স্মৃতি আউট হয়েছেন ১৯০ রানে। অধিনায়ক ফিরে যান ২০২ রানে। রিচা ঘোষ ১৩ রান করেছেন। ইংল্যান্ডের বোলারদের মধ্যে লরেন ফিলার, ম্যাডি ভিলিয়ার্স ও ইসি ওঙ্গ দুটি করে উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছেন। তবে সেরা বোলিং সোফি একলেস্টনের ৬৮ রানে ৩ উইকেট।

সিরিজ শেষেই হারের তদন্ত

মুম্বই, ১০ জুলাই : আয়ারল্যান্ডের পর ইংল্যান্ড। পরপর দুটি সিরিজে হারলেন শ্রেয়স আইয়াররা। টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারত। কিন্তু এত খারাপ পারফরম্যান্স অভাবনীয়। সিরিজ শেষ হলে এই ব্যর্থতা নিয়ে বৈঠকে বসবে ভারতীয় বোর্ড। খতিয়ে দেখা হবে হারের কারণ।

শ্রেয়সের নেতৃত্বে তরুণ দল নিয়ে জোড়া সফরে বেরিয়েছিল ভারত। যাঁর নেতৃত্বে কয়েক মাস আগে ভারত টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল সেই সূর্যকুমার যাদবকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের কাছে শ্রেয়সরা ০-২ হেরেছেন। তারপর ইংল্যান্ডে চার ম্যাচের মধ্যে আপাতত ০-৩ পিছিয়ে। শেষ দুটি ম্যাচে হারের ব্যাবধান ১২৫ রান ও ৯ উইকেট। ফলে শনিবার পাঁচ ম্যাচের সিরিজের শেষ ম্যাচ এখন নিয়মরক্ষার দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বোর্ডও মনে করছে ব্যর্থতার কারণ খোঁজার দরকার রয়েছে।

বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বলেছেন, দল খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাই সিরিজ শেষ হলে আমরা অবশ্যই এটা দেখব যে কোথায় ভুল হয়েছে। এই বৈঠকে অধিনায়ক শ্রেয়স ও কোচ গৌতম গম্ভীর থাকবেন। আপাতত দু'জনেরই ব্যাখ্যা এই, একটা ট্র্যানজিশনের মধ্যে রয়েছে এই দল। বেশ কয়েকজন নতুন মুখ রয়েছে। তাদের সময় দিতে হবে। কিন্তু বৈভব, প্রিন্স যাদব ও সূর্যাংশ শেডগেকে বাদ দিলে সবাই পুরনো। তাহলে কি সাংঘাতিক ট্র্যানজিশন হল ভারতীয় দলে? অনেকে বলছেন বৈঠক হলে তাতে ব্যর্থতা ধামাচাপা দেওয়ারই চেষ্টা হবে।

এদিকে, এই মাসের শেষে এ দলের সফরে নেপাল যাবে ভারত। দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে দারুণ সম্পর্ক। নেপালের পুরুষ দল বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এ প্র্যাকটিসও করে গিয়েছে।

কাল শুরু লিগ নেই ডায়মন্ড

প্রতিবেদন : বিশ্বকাপের মধ্যেই কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ শুরু হচ্ছে। কাল রবিবার ১২ জুলাই থেকে বল গড়াবে লিগের। প্রথম দিনেই মাঠে নামছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ। ময়দানে ঘরের মাঠেই লিগ অভিযান শুরু করবে বিনো জর্জের দল। পরের দিন সোমবার মোহনবাগান নিজেদের মাঠেই অভিযান শুরু করবে পাঠচক্রের বিরুদ্ধে। ডুরান্ডের মতো কলকাতা লিগেও সম্ভবত খেলছে না ডায়মন্ড হারবার এফসি। লিগে খেলবে না শ্রীভূমি স্পোর্টিংও। তবে সুরুচি সংঘ লিগে অংশগ্রহণ করতে পারে। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, লিগে সুরুচি খেলবে। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার ও শ্রীভূমিকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। দুই ক্লাব খেলবে কি না জানায়নি। লিগের খেলা দেখা যাবে 'নম্বর টেন স্পোর্টস'-এ।

ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে বাগানেই মিগুয়েল

প্রতিবেদন: ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহাসিক আইএসএল জয়ের নায়ক সোনার বলের মালিক মিগুয়েল ফিগুয়েরার নতুন মরশুমে মোহনবাগানে খেলা আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। শারীরিক পরীক্ষার পর এবার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের চুক্তিপত্রেও সই করে দিয়েছেন ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার। তাঁর সঙ্গে দু'বছরের চুক্তি হল সবুজ-মেরুনের।

গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গলকে আইএসএল জেতানোর অন্যতম কারিগর মিগুয়েল ১২ ম্যাচ খেলে দু'টি গোল করার পাশাপাশি পাঁচটি গোলে সহায়তা করেছেন। মিগুয়েল বলেছেন, মোহনবাগান সমর্থকরা অনেকটা ব্রাজিলের সমর্থকদের মতোই আবেগপ্রবণ। ম্যাচ জেতা এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া ওঁরা কিছু ভাবেন না। প্রত্যাশার চাপ নিয়ে খেলতে আমি ভালবাসি। দেশের সেরা দলের জার্সি পরে নামব ভেবে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। মোহনবাগানের প্রস্তাব পাওয়ার পর স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে এখানে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মিগুয়েল যোগ করেন, গোল করার চেয়ে গোলের পাস বাড়াতে ভালবাসি। ম্যাকলারেনের সঙ্গে মাঠে কিছু ম্যাজিক দেখাতে চাই। ডার্বি সবসময় বিশেষ ম্যাচ। এই ম্যাচের দিনের সঙ্গে অন্য দিনের তুলনাই হয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বস্টনের ক্ষৌরকার কোকোর কাছে চুল কাটতে ফোন এসেছিল। পরে দেখলেন এমবাপে। তাঁর কথায় এরপর চুল কাটেন হাকিমিও

সুইস প্রাচীর ভাঙার চ্যালেঞ্জ মেসিদের

কানসাস সিটি, ১০ জুলাই : দীর্ঘ ১২ বছর পর বিশ্বকাপে আবার মুখোমুখি আর্জেন্টিনা ও সুইজারল্যান্ড। ২০১৪ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপে শেষ ষোলোর রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের স্মৃতি উসকে ফের দু'দলের টক্কর। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে। রবিবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ছ'টায় ম্যাচ কানসাস সিটিতে।

এক যুগ আগে সাও পাওলোতে অতিরিক্ত সময়ের ১১৮ মিনিটে অ্যাঞ্জেল ডি'মারিয়ার একমাত্র গোলে সুইসদের স্বপ্ন ভেঙে ফাইনালে উঠেছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু জার্মানির কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল লিয়োনেল মেসিদের। ১২ বছরে দুই দলেরই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আর্জেন্টিনা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ায় এবার কাপ ধরে রাখার চাপ রয়েছে তাদের উপর। অন্যদিকে, ১৯৫৪ সালের পর প্রথমবার কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে নামছে সুইজারল্যান্ড। ১২ বছর আগের সেই ম্যাচের দল থেকে মাত্র তিনজন খেলোয়াড় এই ম্যাচটি এবার খেলবেন। তাঁদের মধ্যে একজন অবশ্যই মেসি, বাকি দু'জন হলেন সুইস অধিনায়ক গ্রানিথ জাকা এবং তাদের ডিফেন্ডার রিকার্ডো রদ্রিগেজ।

সে বার মেসি, ডি'মারিয়াদের সুইস রক্ষণ ভাঙতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। কিছুটা কাতানেচিও ঘরানার ফুটবলে এবারও সুইজারল্যান্ডের রক্ষণ লৌহকঠিন। সঙ্গে ডিরেক্ট ফুটবলের কাউন্টার অ্যাটাকে বিপক্ষ রক্ষণে আচমকা হানা দিয়ে গোল তুলে নেওয়ার চেষ্টা থাকে। মেসি, জুলিয়ান আলভারেজদের সামনে এবার সুইস প্রাচীর ভাঙার চ্যালেঞ্জ। কেপ ভার্দে এবং মিশরের বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছিল লিয়োনেল স্কালোনির দলকে। মহম্মদ সালাহদের বিরুদ্ধে দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে ম্যাচ জেতার আত্মবিশ্বাস নিয়ে জাকা, ভার্গাসদের বিরুদ্ধে নামছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। তবু সতর্ক মেসিরা। মিশর ম্যাচের প্রথম একাদশই ধরে রাখতে পারেন স্কালোনি।

সুইজারল্যান্ড ম্যাচের আগে সতীর্থদের সঙ্গে খোশমেজাজে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক মেসি। শুক্রবার কানসাস সিটিতে।

মেসি বলেছেন, মিশরের বিরুদ্ধে আমরা কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েছিলাম। এটা বিশ্বকাপ। তাই নক আউটে প্রতি ম্যাচে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। আর্জেন্টিনার শেষ দুই ম্যাচের খামতিগুলো কাজে লাগিয়ে চমক দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন সুইজারল্যান্ডের কোচ মুরাত ইয়াকিন। তিনি বলেছেন, বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। তবে আর্জেন্টিনা অপরাজেয় নয়। শেষ দুটো ম্যাচে ওদের অনেক ভুল ছিল। আমরা সুযোগ কাজে লাগাতে চাই। জাকার কথায়, মেসির সময়ে খেলাটা আমার কাছে সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে আর্জেন্টিনার পুরো দলটাই দুর্দান্ত।

আগেই হ্যান্ডবল ছিল, দাবি মরক্কোর

বোস্টন, ১০ জুলাই : একই মঞ্চ, একই প্রতিপক্ষ, একই ফলাফল। কাতার বিশ্বকাপের মতো এবারও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ০-২ ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছে মরক্কোকে। পার্থক্য কেবল একটাই। ২০২২-এ সেমিফাইনাল ছিল, এবার আশরাফ হাকিমিদের বিদায় নিতে হল কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। তবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এই পরাজয় মেনে নিয়েও মরক্কোর কোচ মহম্মদ ওহাবি দাবি করেছেন, এমবাপের গোলের আগে হ্যান্ডবল হয়েছিল। ম্যাচের আগে ওহাবি বলেছেন, এমবাপের গোলটির আগে হ্যান্ডবল হয়েছিল বলে কিছু খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নিশ্চিতভাবেই হ্যান্ডবল ছিল। জানি না রেফারি কীভাবে এড়িয়ে গেলেন। তবে ফ্রান্স যে দুর্দান্ত দল তা মেনে নিয়ে মরক্কান কোচ বলেছেন, ফ্রান্স অসাধারণ দল। ওদের একাধিক খেলোয়াড় আছে যারা গোল করতে পারে। তবে মরক্কো যে উন্নতি করছে তাতে ভবিষ্যতে আমরা ওদের হারাব।

ইংল্যান্ডের কাঁটা হালান্ড, পরীক্ষা 'ঘরের ছেলের'

মায়ামি, ১০ জুলাই : লিডসে তাঁর জন্ম। ফুটবল খেলাও শুরু সেখানে। প্রিমিয়ার লিগেই খ্যাতি বাড়িয়েছে আর্লিং হালান্ডের। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জার্সিতে হয়ে উঠেছেন গোল মেশিন। সেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই নরওয়ের হয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল জিততে নামবেন হালান্ড। প্রতিপক্ষ দলে থাকবেন তাঁর ক্লাব দলের সতীর্থরাও। ম্যান সিটির তারকা স্ট্রাইকার ব্যাপারটিকে 'সুপার স্পেশাল' বলে বর্ণনা করেছেন। ইংল্যান্ডের কাছে তাদের 'ঘরের ছেলেই' কাঁটা। তবে হালান্ড ইংল্যান্ডকেই এগিয়ে রাখছেন। তিনি মনে করছেন, ইংল্যান্ড টুর্নামেন্ট জয়ের ব্যাপারে ফেভারিট। তবে তাঁরাও আরও এগোতে পারেন।

নরওয়ে যখন শেষ বার বিশ্বকাপ খেলেছে ১৯৯৮ সালে, তখন জন্মই হয়নি হালান্ডের। বাবা আলফ ইঙ্গে হালান্ড নরওয়ের হয়ে খেলেছেন। বাবার পথেই বিশ্বকাপে অভিষেকেই দুরন্ত ফর্মে ছেলে। শেষ ষোলোয় জোড়া গোল করে ব্রাজিলকে ছিটকে দিয়েছেন বিশ্বকাপ থেকে। পাঁচ গোল করেছেন প্রতিযোগিতায়। তাঁকে আটকানোর রণকৌশল তৈরি করেই নামতে হবে থ্রি লায়ন্সকে। কোচ টমাস টুহেল তাঁর প্ল্যান 'বি' নিশ্চয় তৈরি রাখছেন। ম্যান সিটিতে নরওয়ে তারকার সতীর্থ নিকো ও'রিলি বলেছেন, হালান্ড হালান্ডই। আমরা সবাই জানি, সে কী পছন্দ করে। সে গোল করতে ভালবাসে। বক্সের মধ্যে বিপজ্জনক। সামান্য সুযোগ সে ছাড়ে না। প্রতি ম্যাচেই গোল করছে। কিন্তু আগে তাকে বল দিতে হবে। আমরা সেই রাস্তা বন্ধ করতে পারি। হালান্ডকে শান্ত রাখতে পারলে আমাদের কাজটা সহজ হবে।

আর্সেনালের দুই সতীর্থ বুকায়ো সাকা এবং মার্টিন ওডেগার্ডও মুখোমুখি হবেন এই ম্যাচে। সাকা বলেছেন, ওডেগার্ডও নরওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। দলের অধিনায়ক। মাঝমাঠে খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে। জানি, আমাদের দেশের কাছে এটা কত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হতে যাচ্ছে।

ইংল্যান্ডের চিন্তা বাড়িয়েছেন দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ডেকলান রাইস এবং মার্ক গুহি। মেক্সিকো ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন। দু'জনের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে হালান্ডের জবাব হতে পারেন হ্যারি কেন ও জুড বেলিংহ্যাম। দুর্ধর্ষ ফর্মে থাকা দুই তারকার উপরই বাজি ধরছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইংল্যান্ডের প্র্যাকটিসে কেন।

ভরসা রাখুন দলের উপর, বার্তা সালাহর

কায়রো, ১০ জুলাই : আর্জেন্টিনার কাছে মিশরের হার নিয়ে উত্তাল হয়েছে ফুটবল দুনিয়া। মিশরের কোচ হোসাম হাসান থেকে শুরু করে অনেকেই দুষেছেন রেফারিকে। পার পায়নি ফিফাও। কিন্তু এতদিন একটা শব্দও বলেননি অধিনায়ক মহম্মদ সালাহ।

এবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন। কিন্তু তাতে কোথাও ক্ষোভের ব্যাপার নেই। আছে হতাশার সুর। ভক্তদের উদ্দেশ্য করে সালাহ লিখেছেন, আমি জানি আপনারা এখনও হতাশ। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি ইজিপ্টের ফুটবল যাতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নতুন করে শুরু করতে পারে তার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করব। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করাটাই যথেষ্ট নয়। আপনাদের ভরসা প্রয়োজন এই দলের।

রাউন্ড ১৬-র ম্যাচে মেসি ও আর্জেন্টিনার দিকে রেফারি টেনে খেলিয়েছেন বলে মিশর সমর্থকদের অভিযোগ। কোচ হাসানও একহাত নিয়েছেন রেফারিকে। ৭৯ মিনিট পর্যন্ত দু'গোলে এগিয়েছিল মিশর। কিন্তু তারপর ১৫ মিনিটের ঝড়ে ম্যাচ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

সালাহ আর্জেন্টিনা ম্যাচে অসাধারণ খেলেছেন। তিনিই বেশিরভাগ আক্রমণের মাথা ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ৩-২ গোলে হেরে সালাহদের বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। তবে সেই যন্ত্রণায় তিনিও যে বিদ্ধ তার প্রমাণ অধিনায়ক সালাহর সমাজমাধ্যমের পোস্ট।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মরক্কোকে হারানোর পর ফ্রান্সের ড্রেসিংরুমে গিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে এলেন থিয়েরি অঁরি

শেষ চারে ফ্রান্স, মেসির পাশে এমবাপে

ফ্রান্স ২ মরক্কো ০

বোস্টন, ১০ জুলাই : পোড়খাওয়া কোচেরা এবার একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছেন। আগে প্রতিপক্ষকে খেলতে দাও। ওরা দৌড় শেষ করলে এবার শুরু করো!

মরক্কো যেমন খুব ভাল শুরু করেছিল। প্রথমার্ধে খেলা দেখে মনে হয়নি প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বনাম আফ্রিকার দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। আসলে নামেই আফ্রিকা, এই মরক্কোর অনেকেই ফ্রান্সে খেলে। সেদেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ মরক্কোর লোকজন। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগে প্যারিসে তাড়াতাড়ি দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যেই জিতুক, গণ্ডগোলের আশঙ্কা থেকে। ওখানে জেতা-হারা সবেতেই ভাঙচুরের ঘটনা! পিএসজির চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় টাটকা নজির। কিন্তু ভরসা এটাই যে, ছবি ও কবিতার দেশ কিলিয়ান এমবাপে ম্যাজিকে এখন এত মুহ্যমান যে লোকজন তাতেই মজে। গণ্ডগোলে মন নেই! এ-যাবৎ।

মরক্কো শুরুতে বেশ চাপ দিয়েছিল। তুমুল আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফরাসিদের সঙ্গে সমানে-সমানে টক্কর দিয়েছে। খুব ভাল একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছিল ওরা। আগে ফ্রান্সকে উঠে আসতে দাও, তারপর কাউন্টার অ্যাটাকে ছোটো। ব্রাহিম দিয়াজ আর আশরাফ হাকিমি তখন সত্যিই পরীক্ষা নিয়েছেন দিদিয়ের দেশঁর ডিফেন্সের। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রেখে এই ডিফেন্স শত চাপেও হাকিমিদের গোলের রাস্তা বের করতে দেয়নি। অতএব, জো জিতা ওহি সিকান্দার। একজোড়া গোল চাপিয়ে ম্যাচের শেষে উৎসবমুখর ফরাসি শিবির। মরক্কো তখন বিধ্বস্ত, হতোদ্যম।

খেলার তখন ৬০ মিনিট। পেনাল্টি মিস-করা এমবাপে এবার গোল পেলেন। ১-০ এগোল ফ্রান্স। উচ্ছ্বাস ফ্রান্স অধিনায়কের। হতবাক মরক্কোর ফুটবলাররা।

মাঝারি দলগুলোর যেমন হচ্ছে।

বিরতিতে গোলশূন্য থাকলেও ফ্রান্সের এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু এমবাপে পেনাল্টি মিস করেন! মেসিও পেনাল্টি মিস করেছেন। কী আর বলা যাবে! তবু অদ্ভুত, ৬০ মিনিটে ১-০ করে দেন সেই এমবাপেই। দোষস্খালন বলা যেতে পারে। ডিজায়ার ডুয়ের মাথা খাটানো অ্যাসিস্ট থেকে বক্সের মধ্যে বল পেয়েছিলেন এমবাপে। তিনি মরক্কো গোলকিপার ইয়াসিন বোনোর পিছনে কার্লিং শটে তাঁকে পরাস্ত করেন। ৮ গোল হয়ে যাওয়ার সঙ্গেই মেসির সঙ্গে একাসনে চলে এলেন ফ্রান্স অধিনায়ক। গোল্ডেন বুটের লড়াই এখন জমে গিয়েছে।

মরক্কো ম্যাচে ফিরবে কি, ৬ মিনিটের মধ্যে আরও একটা গোল খেয়ে যায় তারা। ৬৬ মিনিটে ২-০ করেন ওসমান ডেম্বেলে। বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের জোরালো শট। বোনো বলে হাত লাগাতে পারলেও গোল আটকাতে পারেননি। ২০২৬ বিশ্বকাপে ডেম্বেলের এটা পঞ্চম গোল। দু-গোলে পিছিয়ে পড়েও মরক্কো হাল ছাড়েনি। কিন্তু হাকিমিদের যাবতীয় প্রয়াস ফ্রান্সের অভিজ্ঞ ডিফেন্সের কাছে এসে আটকে গিয়েছে। ফলে মরক্কোর স্বপ্নের দৌড় এখানেই থেমে গেল। ফ্রান্স পা রাখল সেমিফাইনালে। তাদের এবার আর্জেন্টিনার সঙ্গে কাপের অন্যতম দাবিদার ধরা হচ্ছে।

এমবাপের পেনাল্টির আগে দেরি, ক্ষুব্ধ দেশঁ

বোস্টন, ১০ জুলাই : মরক্কোর বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে পেনাল্টি মিস করেছেন কিলিয়ান এমবাপে। ফরাসি তারকার গড়ানো দুর্বল শট আটকে দেন মরক্কোর গোলকিপার ইয়াসিন বোনো। রেফারি কয়েক মিনিট দেরিতে শট নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা নিয়েই বিতর্ক। ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ এই দেরির জন্য ক্ষোভ জানিয়েছেন ম্যাচের পর।

দেশঁ সরাসরি কোনও অভিযোগ না জানালেও ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই দেরির কারণে এমবাপের মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটতে পারে। ফরাসি কোচ বলেছেন, ভার প্রযুক্তির হয়তো সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। তার পরে ফাউলটি আরও একবার রিভিউ করা হয়েছিল। তাতে কিছুটা সময় লেগেছে। আমি জানি না, ঠিক কী হয়েছিল। তবে কিলিয়ান শট নেওয়ার আগে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। আমি কোনও অজুহাত দিতে চাইছি না, তবে এই রকম পরিস্থিতি দলের জন্য সহজ হয় না।

সমাজমাধ্যমে এমবাপের পেনাল্টি নেওয়ার ছবি পোস্ট করে নরওয়ের তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্ডও লিখেছেন, "পেনাল্টি নেওয়ার জন্য পাঁচ মিনিট অপেক্ষাটা খুবই দীর্ঘ।"

ম্যাচে এমবাপে গোড়ালিতে চোট পেলেও তা গুরুতর নয়। ম্যাচের পর ফরাসি তারকা বলেছেন, গোড়ালিতে একটু আঘাত পেয়েছিলাম। তবে সব ঠিক আছে। শেষ ১৫ মিনিট খেলার জন্য জেপি (মাতেতা) বেশি উপযুক্ত ছিল।

পেনাল্টি শটের অপেক্ষায় এমবাপে। ডানদিকে, গোলকিপার বোনোর সেভ।

বিশ্বকাপে দ্রুততম ২০ গোলের রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন ফরাসি সুপারস্টার। চলতি আসরে লিয়োনেল মেসিকে ছুঁয়ে অষ্টম গোল এমবাপের। গোলে অ্যাসিস্ট (৩) ধরলে মেসির (১) থেকে এগিয়ে। ম্যাচ শেষে প্রাক্তন লিভারপুল কোচ জুরগেন ক্লপ ফরাসি গোল মেশিনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন।

এমবাপে-ডেম্বেলে-ওলিসে-দুয়ে। ফরাসি চতুর্ভুজের বিদ্যুৎ গতির অপারেশন দেশঁর টিমের এক্স ফ্যাক্টর। দ্রুত জায়গা বদল, ডাউন-দ্য-মিডল-রানে বিপক্ষ রক্ষণকে ধাঁধায় ফেলে দেওয়াই টিমটার বিশেষত্ব। অপ্রতিরোধ্য ফ্রান্সের রহস্য কী? মুখে হাসি ছড়িয়ে ম্যাচের পর মিক্সড জোনে এসে এমবাপে বললেন, আমাদের সবসময় খুশি থাকার একটাই উপায় রয়েছে, তা হল ম্যাচ জেতা। যতক্ষণ না জয় নিশ্চিত হচ্ছে, আমরা হাল ছাড়ি না। সামনে লড়াই আরও কঠিন। আমরা যে কোনও দলের সামনে পড়তে প্রস্তুত।

ফরাসি বিপ্লব রুখবে কে? কিংবদন্তি আইরিশ কোচ রয় কিন বলছেন, ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সই! সেমিফাইনালে স্পেন এলেও হয়তো পারবে না।